UDYAM -WB-10-0002663

সর্বভারতীয় দৈনিক প্রকাশিত বাংলা অনলাইন পত্রিকা

BKL NETWORK

বলো কলকাতা

সর্বদা সত্যের খোঁজে...

All india registered digital media platfrom
Reg by – Gov of india

www.bolokolkata.com
WB-2023/03031

BKL NETWORK The TRUSTED CHOICE 2.5 MILLION আপনাদের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদে আমরা আজ গর্বিত। www.bolokolkata.com

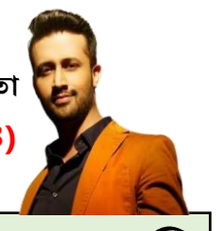

অবশেষে কন্যা সন্তান-এর পিতা হলেন আতিফ আসলাম (৪)

মুখপাত্রদের নামের তালিকা প্রকাশ তৃণমূলের (১)

অনুব্রত মণ্ডল ফিরতে চান আসানসোল সংশোধনাগারে (৩)

মামাবাড়িতে পার্থর অন্যাই আবদার (১)

৭৪১ দিন ধরে ধর্ণারত চাকরি প্রার্থীগণের ক্ষোভপ্রকাশ (১)

epaper.bolokolkata.com | কলকাতা ১১ চৈত্র ১৪২৯, রবিবার ২৬ মার্চ ২০২৩ অনলাইন সংস্করণ | ৬ +২ পাতা

৭৪১ দিন ধরে যোগ্য চাকরি প্রার্থীগণ ধর্ণায়, তীব্র ক্ষোভ চাকরি প্রার্থীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা

৭৪১ দিন ধরে যোগ্য চাকরি প্রার্থীগণ ধর্ণায়, তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশও লক্ষ্য করা যাচ্ছে ধর্ণারত চাকরি প্রার্থীদের। কেউ কথা রাখেনি। প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতির বন্যা কিন্তু প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন আদৌও হয়নি। গ্রীষ্মের প্রখর রোদ্র, অবিরাম বর্ষণ কিম্বা কনকনে শীতের মধ্যেও ন্যায্য চাকরি ফিরিয়ে আনতে মরিয়া হয়েই দুর্নীতির কারণে চাকরি থেকে বঞ্চিত যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের ধর্ণা অব্যাহত। ২০১৬ সালে প্রথম এস এল এস টি এর নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক- শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরীক্ষা গৃহীত হয়েছিল। স্কুল সার্ভিস কমিশন নিজের তৈরি গেজেট লঙ্ঘন করেই অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগের যে পথ সুকৌশলে তৈরি করেছিল, সেই পথে যে ক্রমাগতভাবে দুর্নীতির জাল বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার প্রকাশ্য বিস্ফোরণ ঘটে। বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীগণ এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন শুরু করেছিল ২০১৯ সালে কলকাতার প্রেসক্লাবের সামনে ২৯ দিনের টানা অনশনের মধ্য দিয়ে। তাদের সেই আন্দোলন আজও অব্যাহত। ৭৪১ দিন ধরে যুব ছাত্র অধিকার মঞ্চের ব্যানারে নবম-দ্বাদশের হবু শিক্ষক-শিক্ষিকা পদপ্রার্থীগণ ধর্ণায় চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ স্তরের মেধাতালিকা ভুক্ত সকল যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের অবিলম্বে চাকরিতে নিয়োগের দাবিতে অনড়। যদিও সরকার আইনগত জটিলতার কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারছেন না এমনটাই জানা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বিধানসভায় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আইন মেনেই সকলের নিয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু চাকরি প্রার্থীদের তরফে জানানো হয়েছে যে বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি সদিচ্ছা দেখা যাচ্ছে না। যুব ছাত্র অধিকার মঞ্চের রাজ্য নেতৃত্ব কামরুজ্জামান বিশ্বাস জানিয়েছেন যে আজ থেকে রোজা শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রখর রোদ্রে আমরা ভীষণ কষ্টে ধর্ণা মঞ্চে রয়েছি।

এরপর ৩ এর পাতায়-

জাতীয় ও রাজ্য স্তরের মুখপাত্রদের নামের তালিকা প্রকাশ তৃণমূল কংগ্রেসের

নিজস্ব সংবাদদাতা

জাতীয় ও রাজ্য স্তরের মুখপাত্রদের নামের তালিকা প্রকাশ করল তৃণমূল কংগ্রেস। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেই তালিকায় নাম নেই, রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ দুই মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং অরূপ বিশ্বাসের। যা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। দলের অন্দরেই অনেকে বলছেন, ফিরহাদকে ফের একবার বার্তা দিতে চাইলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দেয়াপাধয়ায়। তবে এবার আর মুখে নয়, রীতিমতো হাতে কলমে ফিরহাদকে শিক্ষা দিলেন তিনি। তৃণমূল দলীয় সূত্রে খবর, দু'দিন আগেই পৌরনিগম ছাড়া অন্য় কোনও বিষয়ে মুখ খুলতে ফিরহাদকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। সেই মতোই চলছিলেন ফিরহাদ নিজেও। কিন্তু ফের শনিবার উদয়ন গুহকে নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করায় কী তাঁর উপর খাঁড়ার ঘা নামা এল ?

তৃণমূলের জাতীয় স্তরের মুখপাত্রদের তালিকায় ২০ জনের নাম রয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্য স্তরের তালিকায় নাম রয়েছে ৪০ জনের। জাতীয় স্তরের মুখপাত্রদের তালিকায় উল্লেখযোগ্যভাবে উত্তরপ্রদেশ, মেঘালয়া সহ অন্যান্য রাজ্যের নেতাদের নামও স্থান পেয়েছে। কীর্তি আজাদ, ললিতেশ ত্রিপাঠী, মুকুল সাংমা, রিপুন বোরা, সুস্মিতা দেবের যেমন নাম রয়েছে, তেমনই এ রাজ্যের অমিত মিত্র, বাবুল সুপ্রিয়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ডেরেক ও ব্রায়ান, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, মহুয়া মৈত্রদের নামও রয়েছে। রাজ্য স্তরে এই প্রথম বার জায়গা পেয়েছেন নেত্রী দোলা সেন। অন্যদিকে তৃণমূলের যুব কমিটি থেকে বাদ যাওয়া সুপ্রিয় চন্দের নামও এবার কাটা গিয়েছে।

শিরোনাম

- মঙ্গলবার ওড়িশা সফরে যাচ্ছেন মমতা বন্দেয়াপাধ্যায়। তবে সেখান থেকে ফিরেই তিনি বীরভূমের সংগঠন নিয়ে বসবেন বলে জানা গিয়েছে।
- উজ্জ্বলা যোজনায় ভর্তুকির সময়সীমা বাড়াল কেন্দ্র (৩)
- সিপিএম নিয়ে ফের বিস্ফোরক মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক (৩)
- রেলের তমলুক দিঘা শাখা সম্পর্কে ভুয়া খবরে চঞ্চল্য।। (৩)
- 'দলের স্বার্থে দুর্নীতি করেছেন বাবা, চাকরি দিয়েছেন অনেককে', বিস্ফোরক উদয়ন গুহ (৫)
- জাল সার্টিফিকেট তৈরির পর্দা-ফাঁস (৫)

সম্প্রতি নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছেন প্রোমোটার অয়ন শীল। তিনি আবার শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। সেই অয়নের বান্ধবী বলে পরিচিত শ্বেতা চক্রবর্তীর সঙ্গে শুক্রবার দেখা করলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। কথাও হল দু'জনের।

এ যেন মামাবাড়ির আবদার!! অল্পেতে খুশি হবে দামোদর সেঠ কি ?

কখনও চাই গরম, গরম তেলেভাজা বা চপ!
কখনও চাই স্নান করানোর জন্য লোক!
কখনও চাই বড়ো, বড়ো ৪/৫ পিস কাতলা মাছ কিংবা ৬/৮ পিস মাংস!
চলবে না রুটি বদলে চাই ভাত তার সাথে গরম, গরম কচি পাঁঠার ঝোল!
আবার কখনও চাইছে ওজন কমানোর জন্য জিমের অত্যাধুনিক সব মেসিন!

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা কারাবাসিও ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এমন সব আবদারে, চক্ষু চড়কগাছ তিহার জেলের আধিকারিকদের!!

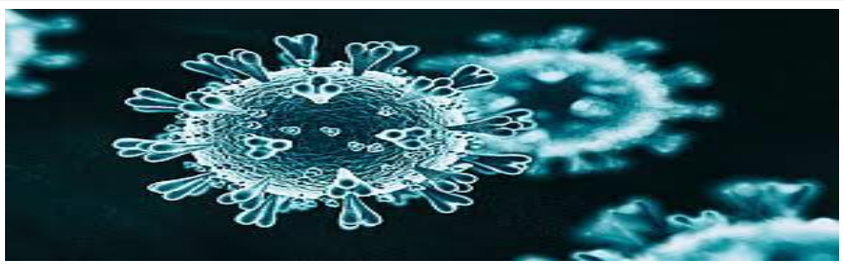

দাপট বাড়াচ্ছে করোনা

কলকাতা:- ফের নতুন করে দাপট বাড়াচ্ছে করোনা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর বৃহস্পতিবার একদিনে নতুন করে ১৩০০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।
সূত্রে খবর, গতো কয়েকদিনে একটিভ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হু হু করে। কর্নাটক, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের অবস্থা আশঙ্কাজনক। একদিনে নতুন করে আক্রান্তের হার ১.৪৬%। সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনুযায়ী নতুন করে করোনা আক্রান্তের হার ১.০৮%। তাই করোনা বৃদ্ধি রুখতে পারবে হবে মাস্ক, ব্যবহার করতে হবে স্যানিটাইজার, বার বার হাত ধুতে হবে এমনটাই বলছেন চিকিৎসকরা।

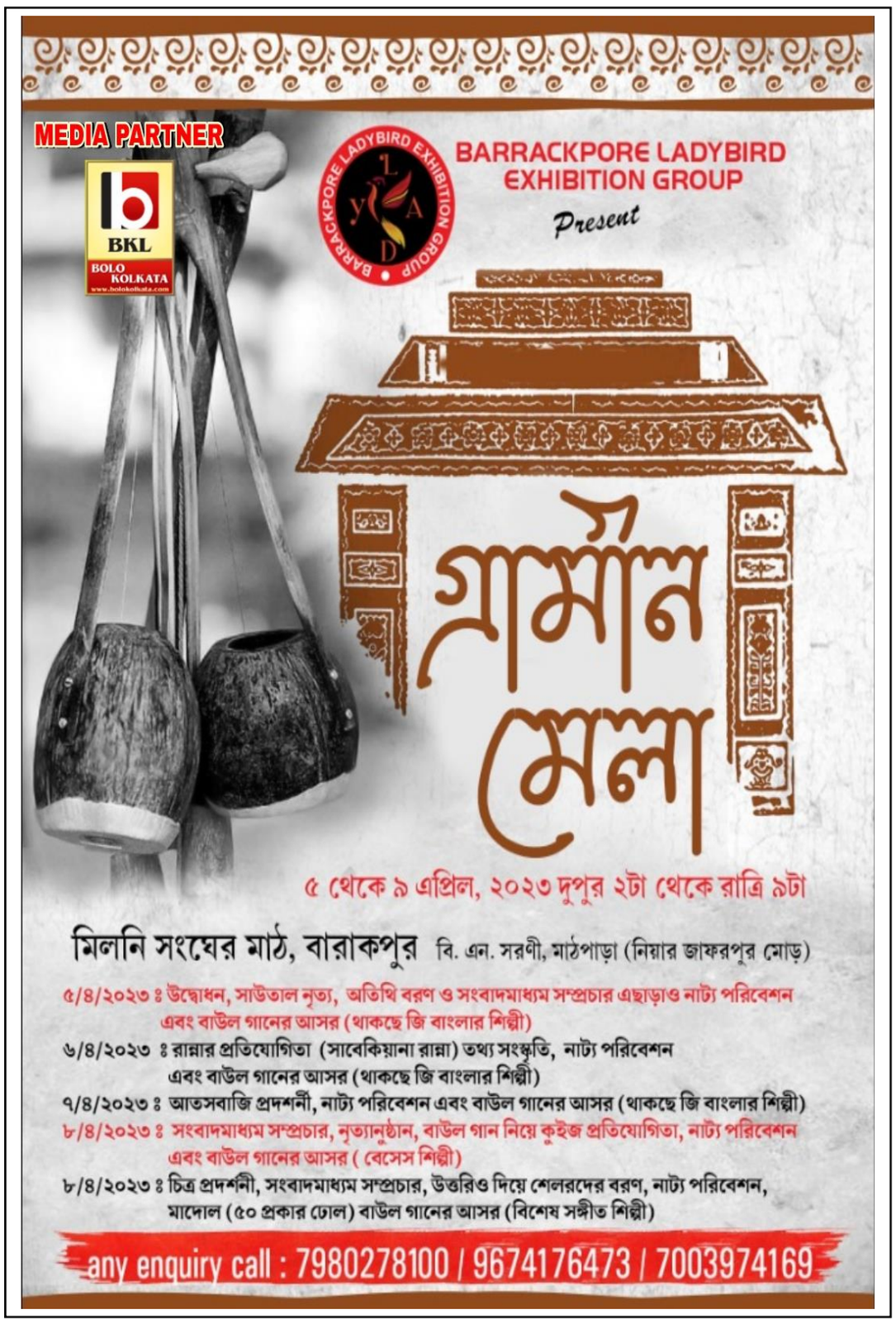

বহু প্রশংসিত তন্ত্র ও মাতৃসাধক শ্রী গোবিন্দ আচার্য্য
Tantra Bagish, Samudrik Ratna, Gold Medalist (Benaras)
K.B.S. (N. Delhi), M.R.A.S. (London), I.S.C.A & B.M.U. (Cal)
7/1, Jessore Road, Dum Dum, Kol-28
Mob. : 8777091514 / 9748876046 YouTube

Adventure Trekking Camping Mud House +91 87775 45494
Palashbani Ajodhya Hills Family Resort

অবসরে

জানা-অজানা

- শামুকের চোদ্দ হাজারটি দাঁত থাকে যার মধ্যে কিছু কিছু আপনাকে মেরেও ফেলতে পারে।
- "সালফহিমোগ্লোবিনেমিয়া'(Sulfhemoglobinemia) হল এমন একটি শারীরিক অবস্থা যখন মানুষ সবুজাভ রক্ত উৎপাদন করে।
- অত্যাধিক শীতল আবহাওয়া আইফেল টাওয়ার কে ও সংকুচিত করে তুলতে পারে।
- আপনি যদি নিয়মিত আঙুর খান তাহলে তা আপনার মস্তিষ্কের বিভিন্ন তথ্য ধরে রাখার ক্ষমতাকে বাড়াবে এবং আপনার বুদ্ধিমত্তা ও বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে ।
- পৃথিবীতে হীরার থেকে কুড়ি গুণ বেশি দুর্লভ রত্ন হল পান্না; আর তাই স্বাভাবিকভাবে এর দামও অনেক বেশি হয়ে থাকে।
- আপেল ম্যাকবুকের ব্যাটারি হল বুলেটপ্রুফ যা কিনা বন্দুকের গুলির হাত থেকে আপনাকে প্রতিরক্ষা করতে পারে।
- সমগ্র পৃথিবীতে যত মানুষ যুদ্ধের কারণে মারা গেছে তার থেকে বেশি মানুষের মশার কামড়ে মৃত্যু হয়েছে।
- নিউইয়র্ক শহরটি একটি U- আকারের আকাশচুম্বী তৈরি করছে। এটি এতটাই বিশাল হতে চলেছে যে একটি বিমানও এর ভেতর দিয়ে উড়ে যেতে পারে ।
- একক এক টুকরো মেঘের ওজন এক মিলিয়ন পাউন্ডের থেকেও বেশি
- আপনারা কি কখনো খেয়াল করেছেন যে ২০১৮ সালের ক্যালেন্ডারটি আপনি আরও তিনটি বছর ব্যবহার করতে পারবেন? আর সেই বছরগুলি হল ২০২৯, ২০৩৫ এবং ২০৪৫।
- অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের আবিষ্কর্তা হলেন অ্যান্ডি রুবিন। তিনিই এটি আবিষ্কার করেছিলেন ২০০৩ সালে।
- ফৌজা সিং হলেন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব বর্ষীয়ান দৌড়বিদ যিনি এক শ বছর বয়সে ম্যারাথন দৌড় সম্পন্ন করেছিলেন।

জন্মদিন

১৮৯৩ - ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডি.জি. নামে পরিচিত বাংলা সিনেমা জগতের অন্যতম পথিকৃৎ। (মৃ. ১৯৭৮)

১৯০৭ - মহাদেবী বর্মা, হিন্দি ভাষার ছায়াবাদ ঘরানার কবি।

১৯১৩ - পল এর্ডশ, অতিপ্রজ (prolific) হাঙ্গেরীয় গণিতবিদ।

১৯২৬ - খালেক নওয়াজ খান, ভাষাসৈনিক ও বাঙালি রাজনীতিবিদ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। (মৃ. ১৯৭১)

১৯৩১ - লিওনার্ড নিময়, মার্কিন অভিনেতা।

১৯৪১ - রিচার্ড ডকিন্স, ইংরেজ বিবর্তনবাদ বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান লেখক।

১৯৭৩ - লরেন্স "ল্যারি" পেইজ মার্কিন কম্পিউটার বিজ্ঞানী এবং ইন্টারনেট উদ্যোক্তা এবং গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা।

মৃত্যুদিন

১৮২৭ - লুডউইগ ভ্যান বেইটোভেন, জার্মান সুরকার এবং পিয়ানো বাদক।(জ.১৭৭০)

১৯৭১ - অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, বাঙালি শিক্ষাবিদ।

১৯৭১ - আতাউর রহমান খান খাদিম, বাংলাদেশী শিক্ষাবিদ।

১৯৭১ - গোবিন্দ চন্দ্র দেব, বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবী।

১৯৯৯ - আনন্দ শঙ্কর, প্রখ্যাত সুরস্রষ্টা ও অর্কেস্ট্রাবাদক। (জ.১৯৪২)

২০০৯ - গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় উপাধি ও রাষ্ট্রপতি সম্মানে ভূষিত সংগীত শিল্পী। (জ.২৩/০৫/১৯১৮)

২০১৫ - টমাস ট্রান্সট্রোমার, নোবেল বিজয়ী সুয়েডীয় কবি ও অনুবাদক (জ. ১৯৩১)

২০১৫ - ফ্রেড রবশাহম, নরওয়ের চলচ্চিত্র অভিনেতা

২০১৫ - ইয়ান মইয়ার, স্কটিশ ফুটবল খেলোয়াড়

ইতিহাস

১৭৭৪ - কলকাতায় সুপ্রীমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭১ - প্যারি কমিউন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮৫ - নিউইয়র্কে বাণিজ্যিকভাবে চলচ্চিত্রের জন্যে ফিল্ম প্রস্তুত শুরু।

১৯৪৮ - পশ্চিমবঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত।

১৯৫২ - জুমো কেনিয়াত্তার নেতৃত্বে কেনিয়ায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু হয়।

১৯৫৩ - যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসাবিদ এবং চিকিৎসা গবেষক ডা. জোনাস সাল্ক ঘোষণা করেন তিনি পোলিও রোগের টিকা নিয়ে পরীক্ষায় সফল হয়েছেন।

১৯৭১ - বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়।

১৯৭২ - বাংলাদেশ প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করে।

১৯৭৯ - মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিন যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যস্থতা একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন।

১৯৯২ - বাংলাদেশ-ভারত ৩ বিঘা নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর।

১৯৯৬ - সংসদে সংবিধান সংশোধনী বিল পাস।

১৯৯৭ - মুঠোফোন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোন কার্যক্রম শুরু করে।

১৯৯৭ - সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ব্যাপক আয়োজনে বহুল আলোচিত শিখা চিরন্তন স্থাপন।

১৯৯৮ - মুঠোফোন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান একটেল (বর্তমানে রবি) চট্টগ্রামে সেবাদান কার্যক্রম শুরু করে।

২০১৫ - গুগল অনুবাদে বাংলা ভাষার সাত লাখ শব্দ যোগ করে রেকর্ড সৃষ্টি ।

আজকের আবহাওয়া

সাধারণ ভাবে আকাশ রৌদ্রজ্জ্বল থাকবে।

দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।

বাতাসে আর্দ্রতার পরিমান শতকরা ৭১ শতাংশ থাকবে। বৃষ্টির কোনো পূর্বাবাদ নেই।

আজকের রাশিফল

২৬ শে মার্চ

- মেষ - প্রেমের হাতছানি
- বৃষ - সুখনিদ্রা
- মিথুন - আচমকা খরচ
- কর্কট - গৃহে লোকের আনাগোনা
- সিংহ - প্রচেষ্টায় উন্নতি
- কন্যা - দুশ্চিন্তা
- তুলা - বিবাদ নিয়ে দুশ্চিন্তা
- বৃশ্চিক - আয় বৃদ্ধি
- ধনু - উদ্দেশ্য সফল
- মকর - স্বাস্থ্য হানি
- কুম্ভ - হয়রানি
- মীন - আচমকা অর্থ লাভ

গণনায় -জ্যোতির্বিদ দেবশ্রী
৯৭৪৮৬৩১১০৩

সময় সারণী

আজ: ১১ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজী: ২৬ মার্চ ২০২৩,

সূর্য উদয়: সকাল ০৫:৩৭ এবং অস্ত: বিকাল ০৫:৪৬

তিথি:-

শুক্ল পক্ষ |তিথি: পঞ্চমী (পূর্ণা) রাত্রি: ০৬:৫৯ পর্যন্ত

জোয়ার ভাটা:-

কোলকাতায় জোয়ার শুরু সকাল ০৭:৫১ মিঃ. জলস্তর সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছবে দুপুর ১২:৪৭ মিঃ, এরপর ভাটা শুরু। দ্বিতীয়বার জোয়ার শুরু সন্ধ্যা ০৮:০৯ মিঃ । জলস্তর সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছবে রাত 12:59 মিঃ, এরপর ভাটা শুরু।

বলো কলকাতা

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন

জ্যোতিষী

আপনার মুখ এবং আমার গণনা !
আপনার ভাগ্য পরিবর্তনের মূল কারন হতে পারে।

প্রাচীন লুপ্তপ্রায় সামুদ্রিক জ্যোতিষ মতে হস্তরেখা, মুখমন্ডলের গঠন ও শরীরের বিভিন্ন স্থানের চিহ্ন দেখে জীবনের নানা সমস্যার (বিদ্যায় অমোনোযোগী, ব্যাবসা, চাকরী, কর্মোন্নতি, বিবাহ, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক, গৃহ শান্তি, গোপন শত্রুতা, মামলা মকোদ্দমা প্রভৃতি) সঠিক কারন নির্ধারণ ও স্থায়ী প্রতিকারে শ্রী লক্ষ্মীনারায়ন গোস্বামী অদ্বিতীয়।

৪৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জ্যোতিষ অধ্যাপক
শ্রী লক্ষ্মীনারায়ন গোস্বামী
প্রাচীন লুপ্তপ্রায় সামুদ্রিক জ্যোতিষ শিখতে আগ্রহী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন। শিক্ষান্তে সার্টিফিকেট।
Resedence - 3B, Charu Chandra Avenue. Kol-33
Chember - 5B, Nepal Bhattacherjee Street. Kol-26
অগ্রিম বুকিং আবশ্যক 9433215177 / 7439877765

ভাগ্য বদল নয়, ভাগ্যের বাঁধা সরিয়ে সৌভাগ্যের দিশারী
স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত জ্যোতিষ ও বাস্তুবিদ
তন্ত্রসাধক জ্যোতিষাচার্য্য
শ্রী অয়ন চক্রবর্তী

জ্যোতিষ ও তন্ত্রের সঠিক প্রয়োগে আপনার যে কোন জটিল ও কঠিন সমস্যার গ্যারান্টি সহ নিশ্চিত ও স্থায়ী সমাধান সম্ভব।
চেম্বার- শ্যামবাজার, কালীঘাট বরাহনগর, ও অন্যত্র।
তারাপীঠ সহ বিভিন্ন সিদ্ধ পীঠে তন্ত্র ক্রিয়ায় জটিল ও কঠিন সমস্যার সমাধান করা হয়।
9874179339 / 9433920478

রাঃ স্বাঃ
অভিজ্ঞতা লব্ধ সনাতন জ্যোতিষী
জ্যোতির্বিদ দেবশ্রী
(জ্যোতিষ শাস্ত্রী জ্যোতিষ পদ্মশ্রী)
A-8/ 189, Kalyani
Ph.- 9748631103
Astro Consultant
jdabosree@gmail.com
জন্মছক, হাত, বাস্তু, সংখ্যাতত্ত্ব, শাস্ত্রীয় বিধি দ্বারা মানব জীবনের সাংসারিক, আর্থিক, বৈবাহিক, বিদ্যা কেরিয়ার ও স্বাস্থ্য সহ সকল বিচার যত্ন সহকারে করা হয়।
হাতে কলমে জ্যোতিষ শিখুন, শিক্ষান্তে Certificate ও উপাধী
-:চেম্বার:- কল্যাণী, কাঁচরাপাড়া এবং শিয়ালদহ
যারা জ্যোতিষ শিখছেন অথচ প্রতিষ্ঠিত হতে পারছেন না তারা যোগাযোগ করুন
9748631103
Certified Gem ও রুদ্রাক্ষ পাওয়া যায়।

পি. কে. দাস জেমস
১০০% আসল গ্রহরত্ন (সার্টিফাইড) কম দামে পাওয়া যায়
98303 89645 / 91633 46993
২৬৮/এ, বি.টি. রোড, কোলকাতা - ৩৬ (বরাহনগর থানার বিপরীতে) মানসী মার্কেটের ভিতর

বাড়ি/ঘর/ফ্ল্যাট ভাড়া

❖ J.D park মেট্রোয় কাছে ভবানীপুর 400 Sft. (AC) অফিস ঘর ভাড়া দেব। 9831632434

জ্যোতিষ শিক্ষা

❖ **জব ওরিয়েন্টেড কোর্স।** অন লাইন / হাতে কলমে, জ্যোতিষ, তন্ত্র, শিখে স্বনির্ভর হোন। কলকাতা, মেচেদা। 6294611974

শিক্ষা

❖ অভিজ্ঞ নৃত্য শিল্পী (২৬ বছরের) দ্বারা কথক, ভরতনাট্যম, ওড়িশি সহ রবীন্দ্র নৃত্য ও ক্রিয়েটিভ শেখানো হয়।প্রাচীন কলাকেন্দ্র দ্বারা পরীক্ষার ও সার্টিফকেট প্রদান করা হয় । সেশন শুরু ১৫ই মার্চ।আসন সীমিত। ঝঙ্কার কলাঙ্গন। (M) 9051960946

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

❖ **যোগা, ফিজিওথ্যারাপী** (ম্যানুয়াল ও মেশিনে) কলকাতার মধ্যেবাড়ি গিয়ে করি। ডাক্তার বাবুর পরামর্শ ও নির্দেশ অনুসারে। 824023693

❖ **অ্যাডভান্সড ইমিউনোথেরাপি** জরায়ুতে টিউমার, পলিসিষ্টিক ওভারী, গলব্লাডারে স্টোন, যে কোন ধরনের ক্যান্সার,কিডনির জটিল অসুখ বিনা অপারেশনে সম্পূর্ণ সরানো হয়। টেলিমেডিসিন No- 8617553735

REBEL FITNESS
"a complete fitness solution for you and your family"
- Fitness counseling
- Training at our centre.
- Training at your personal place
- Group classes
- Body transformation
Contact @ 7980684996

কর্মখালী

❖ অতি সত্বর সাবলীল হিন্দি বাংলা ও ইংরেজি ভাষা জানা মহিলা টেলিকলার প্রয়োজন। (M) 9831808242

ব্যাবসা বাণিজ্য

❖ গ্রহরত্ন পাইকারী দামে সকল প্রকার গ্রহরত্ন পাওয়া যায়। এস. এস. জেমস 1/1. ব্যানার্জী লেন। বৌবাজার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নিকট। কোল - 12. 7980455525

অভিনেতা ও অভিনেত্রী

অভিনয় / গান
ফিল্ম–এ সরাসরি চান্স

DDM
FILM PRODUCTION HOUSE
(19 YEARS RUNNING)
HELPLINE:
9007012368
9007012369

❖ নতুন গানের ভি ডি ওর জন্য নাচ জানা নায়ক নায়িকা ভূমিকার অভিনয় এবং ব্যাকাব ডান্সার এর প্রয়োজন যোগাযোগ 7980203839

ক্রয় বিক্রয়

❖ গ্রহরত্ন ক্রয় বিক্রয় নগদ অর্থের বিনিময়ে সকল প্রকার ভালো পুরাতন গ্রহরত্ন ক্রয় করিব। 9231585876.

DEBJIT SIR
COACHING CLASSES
Mo: 98300 37937
English (Honours , M.A.)
CU - IGNOU - RBU - Netaji
Entrance Exam.
Preparation : WBCS , RAIL , BANK , CDS , IELTS , PTE , CAT , GMAT
RASHBEHARI (Badamtala)
JADAVPUR (Bijoygarh)

সকল রকম বিজ্ঞাপন এবং ক্রোড় পত্রিকায় গল্প, কবিতা, রান্নার রেসিপি, ভ্রমণ কাহিনী আঁকা , নিজের ফোনে তোলা ছবি ও আপনাদের মতামত পাঠান। মোঃ -৮৯১০৫৩৯২৯৭

আকর্ষণীয়
বিজ্ঞাপন ধামাকা অফার
আসন্ন বাংলা নববর্ষ, অক্ষয় তৃতীয়া ও মে দিবসে আপনার প্রিয়জন, বন্ধু এবং ব্যবসায়িক পরিজন দের ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠান গত ভাবে অতি স্বল্প মূল্যে শুভেছা বার্তা জানানোর ব্যবস্থা করেছে 'বলো কলকাতা' অনলাইন দৈনিক পত্রিকা। একদিনের শুভেছা বার্তার মূল্যে তিনদিন-ই শুভেছা জানান।
বিস্তারিত জানতে ও শুভেছাবার্তা প্রকাশের জন্য আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
+91 89105 39297
শুভেছাবার্তা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০ শে মার্চ ২০২৩

সুন্দরী গড়ে তোলার দক্ষ কারিগর
রুবি দত্ত
রূপচর্চা বিশেষজ্ঞা ও লেখিকা
RUBI'S BEAUTY CLINIC
P-35, NABALIA PARA ROAD
BEHALA, KOLKATA
8777562193

বলো কলকাতায় সাংবাদিক, লেখক ও সম্পাদকীয় বিভাগের কাজ শেখা বা করার জন্য লোক প্রয়োজন। আগ্রহীরা সত্বর যোগাযোগ করুন - ৮২৪০১৬৮৩৭০

সতর্কীকরণ:- বিজ্ঞাপনের যাবতীয় বক্তব্য একমাত্র বিজ্ঞাপন প্রদানকারীর নিজের, দায়িত্বও তাঁর।"বলো কলকাতা-এর" এর এতে কোনও ভূমকা নেই। পাঠকের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব।, তাই প্রতারিত বা ঝুঁকির ব্যাপারে সব জেনে নিয়েই পদক্ষেপ নেবেন।

প্রথম পাতার পর-
৭৪১ দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সরকার এখনো কেন সমস্যার সমাধান করছে না।একের পর এক অজুহাত খাড়া করে সরকার যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের মূল্যবান দিন গুলি কেন নষ্ট করে দিচ্ছে ? আমরা কোনো অজুহাত শুনতে চাই না,অবিলম্বেই সকল যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ চাই। সরকার নিয়োগে বিলম্ব করলে আমরা এবার বৃহত্তম আন্দোলনের পথে অগ্রসর হবো। যুব ছাত্র অধিকার মঞ্চের স্টেট কো- অর্ডিনেটর সুদীপ মন্ডল জানিয়েছেন যে, ২০১৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মাননীয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু মহাশয় একাধিক বার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু সেই আশ্বাসের বাস্তবায়ন এখনো হয়নি। ৭৪১ দিন ধরে যোগ্য চাকরি প্রার্থীগণ গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ধর্ণায় বসে চোখের জলে দিন অতিবাহিত করেছেন । কেউ রাখেনি কথা,কেউ বোঝেনি বঞ্চিতদের চোখের জলের ব্যথা। বুকভরা ব্যথা নিয়ে চাকরি প্রার্থীগণ এখনো লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছেন। চাকরি প্রার্থীদের রাজ্য নেতৃত্ব সুদীপ মন্ডল আরও জানিয়েছেন যে , আমরাই যোগ্য চাকরি প্রার্থীগণ। দুর্নীতির কারণে চাকরি থেকে বঞ্চিত। আর কোনো রকম অজুহাত শুনতে চাই না, এবার আমরা অতি দ্রুত নিয়োগপত্র হাতে চাই। যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বিলম্বিত হলে আরোও বৃহত্তম আন্দোলনের পথে অগ্রসর হবো। যত দিন না সকল যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ হবে, ততদিন আমাদের ধর্ণা যেমন চলবে পাশাপাশি রাস্তার মহা মিছিলের মতো একাধিক বৃহত্তম কর্মসূচি নেওয়া হবে।

এসএসসি দুর্নীতিতে নয়া মোড় । এবার গ্রেফতার খোদ ওএমআর শিট প্রস্তুতকারি সংস্থার শীর্ষ আধিকারিক নীলাদ্রি দাস । তিনি এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টা এসপি সিনহার ঘনিষ্ঠ বলে জানা গিয়েছে।

মানহানি মামলায় বৃহস্পতিবার দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন রাহুল গান্ধি । আদালতের সেই রায়কে হাতিয়ার করে শুক্রবার রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করে দেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা । এই ঘটনাই মোদি বিরোধীদের ফের একমঞ্চে নিয়ে এল

পোখরানে সেনা মহড়ার সময় ভুলবশত ছোঁড়া হল তিনটি ক্ষেপণাস্ত্র- তদন্তের নির্দেশ!

নিজস্ব সংবাদদাতা

বলো কলকাতা:- পোখরান ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে সেনাবাহিনীর গুলি চালানোর মহড়া চলাকালীন, ভুলবশত ছোঁড়া তিনটি ক্ষেপণাস্ত্রে বিস্ফোরণ ঘটে। তিনটি ক্ষেপণাস্ত্র রেঞ্জের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন গ্রামের ক্ষেতে আঘাত হেনে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটায়। তবে এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো আহত বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।দুটি ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এখনও তৃতীয়টির সন্ধান পাওয়া যায়নি। পুলিশ ও সেনাবাহিনী যৌথ ভাবে তৃতীয় ক্ষেপণাস্ত্রটির সন্ধান করছে।লেফটেন্যান্ট কর্নেল অমিতাভ শর্মা এ বিষয়ে জানান, 'সামরিক মহড়ার সময় ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ভুল বশতঃ নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এবিষয়ে বিভাগিয় তদন্ত শুরু হয়েছে।

নিজের স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা

নদীয়া:- নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জে ২৪ মার্চ শুক্রবার রাত্রে মেয়ের বাপের বাড়ি থেকে নিজের স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে যায় স্বামী । স্ত্রীর পরিবার মনে করেছিল তার স্বামী তাকে তার বাড়িতেই ডেকে নিয়ে গেছে । এরপর ঘটে ভয়ংকর ঘটনা । স্বামীর বাড়ির পেছনে নিজস্ব জমিতে নিজের স্ত্রীকে মাঠে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে নৃশংসভাবে খুন করে স্বামী । ঘটনা নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়া কুঠিরপাড়া এলাকায় । পরিবার সূত্রে জানা গেছে রাত্রিবেলায় বাড়ির পিছনে একটি মাঠে নিয়ে গিয়ে তার গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে । এরপর তার স্বামী জানা গেছে রেলের গলা দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে । শনিবার সকাল বেলায় গ্রামবাসীরা মাঠে গিয়ে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে মৃতদেহটি । ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ । পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় কৃষ্ণগঞ্জ থানায় । মৃত দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে । স্ত্রীর নাম দিপালী সর্দার ২৫ (রিংকি) স্বামীর নাম জয়ন্ত সর্দার ২৯। স্বামীর মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায় রানাঘাট জিআরপি । কি কারনে এই ধরনের নিশংস ঘটনা ঘটলো তা নিয়ে চাঞ্চল ছড়িয়েছে ওই এলাকায় । যদিও গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ ।

ইডি গ্রেফতার করার পর এখন তিহাড় জেলে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অনুব্রত মণ্ডল । কিন্তু তিনি ফিরতে চান আসানসোল সংশোধনাগারে । সেই কারণে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন অনুব্রত।

পুলিশের জালে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতি!

নিজস্ব সংবাদদাতা

বীরভূম :- এবার মল্লারপুর থানার পুলিশের জালে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতি। তার কাছে পাওয়া গেছে তিন তিনটি রিভলভার এবং সেইসঙ্গে ২১ রাউন্ড গুলি। শনিবার মল্লারপুরের যবুনি গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ঐ দুষ্কৃতী কে, এমনটাই জানা গেছে। উল্লেখ্য গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মল্লারপুর থানা পুলিশ তাকে তিন তিনটি দেশি রিভালভার ও ২১ রাউন্ড গুলি কার্তুজ সহ গ্রেফতার করে।

উজ্জ্বলা যোজনায় ভর্তুকির সময়সীমা বাড়াল কেন্দ্র,ভর্তুকির সময়সীমা একেবারে এক বছর বাড়াল কেন্দ্র। এলপিজি সিলিন্ডারে ২০০ টাকা ভর্তুকি আরও একবছর পাবে উজ্জ্বলা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত গ্রাহকেরা।

গত কয়েকদিনে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরপর বৈঠক করেছেন অখিলেশ যাদব, নবীন পট্টনায়ক, এইচডি কুমারস্বামীর সঙ্গে । বিরোধী নেতাদের সঙ্গে তাঁর পরপর এই বৈঠক নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

সিপিএম নিয়ে ফের বিস্ফোরক বনমন্ত্রী হাবরার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক! বললেন ওদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করা উচিত নয়

শুভঙ্কর ঘোষাল,হাবরা:- দুয়ারে ডাক্তার কর্মসূচিতে এসে হাবরা বিডিও অফিসে বিস্ফোরক বনমন্ত্রী তথা হাবরার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সাফ জানালেন সিপিএম নিয়ে তার ধ্যান ধারণা পরিবর্তিত হয়নি। তিনি একসময় ফতোয়া জারি করেছিলেন সিপিএমের সঙ্গে একসঙ্গে চায়ের দোকানে বসা যাবে না, চলাফেরা করা যাবে না, এমনকি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না। শনিবার দাঁড়িয়ে তিনি জানান আগে তিনি যা বলেছিলেন তিনি এখনো সেই স্ট্যান্ডে আছেন। সাংবাদিকেরা বনমন্ত্রী কে প্রশ্ন করেছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সিপিএম নেতাদের প্রশংসা করছেন এ ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া চাইতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন জ্যোতিপ্রিয়। জানান সিপিএম বিপদজনক, ভয়াবহ,

কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নয়, সিভিক ভলান্টিয়ারদের, নির্দেশ রাজ্য পুলিশের

ধীমান কুন্ডু, কলকাতা :- রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে সার্কুলার জারি করা হল, যাতে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলাজনিত কোনও কাজ সিভিক ভলান্টিয়ারদের দেওয়া যাবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২৯ মার্চের মধ্যে সিভিক ভলান্টিয়ারদের কাজ নিয়ে গাইডলাইন তৈরির নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট।বর্তমানে ১ লক্ষ ৭ হাজার ১৫ জন সিভিক ভলান্টিয়ার রয়েছেন রাজ্য পুলিশে।এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পুলিশকে সহযোগিতা করবেন সিভিক ভলান্টিয়াররা,
এছাড়াও বিভিন্ন উৎসবে ভিড় সামলাতে ও বেআইনি পার্কিং রুখতে এবং মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করবেন সিভিক ভলান্টিয়াররা।

রেলের তমলুক দিঘা শাখা সম্পর্কে ভুয়া খবরে চঞ্চল্য।।

নিজস্ব সংবাদদাতা

তমলুক:- শনিবার সকাল বেলায় তমলুক-- দিঘা সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে লাইনের সম্পর্কে একটি খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং টিভির পর্দায় প্রকাশিত হয়। খবরটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ভুয়ো । ফিস প্লেটের নাট খুলে যাওয়া সম্পর্কিত ঘটনার খবর, যে সকল মিডিয়া গুলি সম্প্রচার করেছে, তারা ফিসপ্লেট সম্পর্কে জানে না, আর তারা জানারও চেষ্টা করে না বলে জানালেন, দীঘা জিআরপির অফিসার- ইন -চার্জ সুখেন দাস। দীঘার স্টেশন মাস্টার সঞ্জীব দাসমহাপাত্র বলেন,বর্তমানে ফিসপ্লেটের কোন কাজই নেই। চিপ, সিমেন্ট ও বালির কংক্রিট ঢালাইয়ের স্লিপারের উপর লোহার পাত বসানো রয়েছে। লোহার রেলপাতটিকে ধরে রাখার জন্য স্লিপারের দুদিকে Pendrole Clip অর্থাৎ চাবি রয়েছে। এই চাবি অর্থাৎ ক্লিপ গুলিকে খুলতে পারবে একমাত্র ট্রেনিংপ্রাপ্ত কি ম্যান এবং লাইন ম্যান। অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে এই ক্লিপটি খুলতে পারা একপ্রকার অসম্ভব। সঞ্জীব বাবু আরও বলেন , শনিবার সকালে রেল লাইনে এরকম কোন ঘটনা ঘটেনি, আমি নিজে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্থানীয় এলাকার মানুষজনের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখানোর ব্যাপারে ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়েছি । এলাকার মানুষজন জানিয়েছেন, এই ধরনের কোন ঘটনা এই এলাকায় ঘটে নি ।মিথ্যা খবর ছড়িয়ে এলাকার মানুষজনকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায় দীঘা রেলস্টেশন হইতে রামনগর পর্যন্ত একজন কিম্যান এবং একজন লাইনম্যান স্লিপারের উপর আটকানো দু' দিকের Pandrole Clip চেক করে দেখে দেখে যাবে ।আবার পুনরায় দেখতে দেখতে ফিরে আসবে। লাইনের উপর দিয়ে যখন ট্রেন যাচ্ছে। তখন ট্রেনের কম্পনে ওই আটকানো Pandrole ক্লিপ গুলি আলগা হয়ে যায়। লাইন ম্যান তখন লোহার হাতুড়ি দিয়ে টাইট করে একের পর এক, এবং গন্তব্য স্থানের দিকে এগিয়ে যান। কাজ করার সময় কিছু ক্লিপকে লাইনের এক ধারে খুলে রেখে যান, লাইনের ধারে রেখে যাওয়া ঐ ক্লিপ গুলি বাতিল, আর সেই বাতিল ক্লিপ গুলিকে জড়ো করে সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা বিভ্রান্তিকর খবর ছড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া । রেলওয়ে আধিকারিকদের অভিযোগ আমাদের কাছে না জেনে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। সম্প্রচারিত খবরটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বলে জানান, দীঘা আরপিএফ এর অফিসার- ইন -চার্জ রাকেশ কিশোর।

উল্লেখিত তথ্য বলো কলকাতা যাচাই করেনি

পুরুলিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থায় অব্যবস্থার ছবি বারবার ধরা পড়েছে । কোনও স্কুলে শিক্ষক নেই তো, কোনও স্কুলে শিক্ষক থাকলেও তিনি নিয়মিত স্কুলে আসেন না । অভিভাবকরা তার প্রতিবাদ করতেই, বিপত্তি । অভিভাবকদের তেড়ে গেলেন শিক্ষক

বলো কলকাতা
রকমারি
কলকাতা ১১ চৈত্র ১৪২৯. রবিবার ২৬ মার্চ ২০২৩ অনলাইন সংস্করণ

নদীতে পয়সা ফেললে সৌভাগ্য আসবে এটাতো কুসংস্কার,

নেপথ্যেরবৈজ্ঞানিক সম্মত কারণ জানলে চমকে যাবে সবাই। আমাদের গোটা দেশে এমন কি বিদেশেও নদীতে কয়েন ফেললে সৌভাগ্য আসবে এটা মানুষের বিশ্বাস। অনেক কাল আগে থেকে এটা চলে আসছে , যখন নদীর জল ই পানীয় জলের একমাত্র উৎস ছিল। মানব শরীরের জন্য তামা খুব উপকারী ধাতু আমরা সবাই জানি। জলের মাধ্যমে আমাদের শরীরে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে তামা যায় তা নিশ্চিত করার জন্য পূর্বপুরুষরা এই প্রথা চালু করেছে যেটা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এর সঙ্গে জুড়ে গেছে "গুড লাক" বা সৌভাগ্য বহন করার কুসংস্কার টি ও।

বাবা হলেন আতিফ

নিজস্ব সংবাদদাতা

তৃতীয়বারের জন্য বাবা হলেন গায়ক আতিফ আসলাম। সোশ্যাল মিডিয়ায় সদ্যোজাতের একটি ছবি দিয়ে সেই তিনি নিজেই সেই খবর জানান তাঁর ভক্তদের। এর আগে তার দুই ছেলে ছিল, আহাদ আতিফ ও আরিয়ান আসলামা। তবে এই প্রথম তিনি কন্যা সন্তানের বাবা হলেন। এদিন তিনি টুইট করে তিনি জানান তাঁর মেয়ের নাম রেখেছেন হালিমা।

হেইলির সাথে নয়া সম্পর্ক সেলেনার!

নিউজ ডেস্ক

হেইলি বিবারকে হত্যার হুমকি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে হেইলির সমর্থনে কথা বলেন খোদ সেলেনা গোমেজ। এর কয়েক ঘন্টা পরে, হেইলি সেলেনার জন্য একটি ধন্যবাদ নোট লেখেন। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করা দীর্ঘ পোস্টে হেইলি লিখেছেন, "আমি সেলেনাকে কথা বলার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ তিনি এবং আমি গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আলোচনা করছি কীভাবে তার এবং আমার মধ্যে চলমান পরিস্থিতিকে অতিক্রম করা যায়।

রাজকুমার হিরানি এখন ব্যস্ত তাঁর নতুন ছবি 'ডাঙ্কি'-র শুটিং নিয়ে। ছবিতে এই প্রথমবার তিনি জুটি বেঁধেছেন শাহরুখ খান এবং তাপসী পান্নুর সঙ্গে । জোরকদমে চলেছে সেই ছবির কাজ । এবার কি আসতে ছলেছে 'থ্রি ইডিয়টস' ছবির পরবর্তী পর্ব ? রাজুর এই বিখ্যাত ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথা শুনে তো মনে হচ্ছে সেরকমই । জল্পনা শুরু করিনা কাপুর খানের সাম্প্রতিক একটি ভিডিয়ো থেকে। তারপর সেই জল্পনা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে বোমান ইরানি এবং জাফেদ জাফরির কথাতেও ।

পাঞ্জাবের জনপ্রিয় এক পদ "ডাল মাখানি"

নিউজ ডেস্ক

পাঞ্জাবের জনপ্রিয় এক পদ হলো ডাল মাখানি। সাধারণ ডালের অসাধারণ এক পদ এটি। ক্রিম, মাখন ও ঘিয়ের মিশেলে ডাল হয়ে ওঠে মজাদার। ভাত, পোলাও কিংবা রুটির সঙ্গে ডাল মাখানি দারুণ মানিয়ে যায়।

শুধু স্বাদেই নয়, ডাল মাখানি স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। এটি প্রোটিনে ভরপুর। পাঞ্জাবের ডাল মাখানির স্বাদ ঘরেই পেতে পারেন, তাও আবার খুব সহজেই। জেনে নিন ডাল মাখানি তৈরির সহজ রেসিপি-

উপকরণ:- ১. মসুর ডাল ১ কাপ, ২. রাজমা এক মুঠো, ৩. বিউলির ডাল ১ কাপ, ৪. স্বাদমতো লবণ, ৫. পেঁয়াজ কুচি ২ কাপ, ৬. আদা-রসুন বাটা ২ চা চামচ, ৭. টমেটো পিউরি ২ কাপ, ৮. মরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ, ৯. ধনিয়ার গুঁড়া ১ চা চামচ, ১০. গরম মসলার ১ চা চামচ, ১১. মাখন সামান্য, ১২. ফ্রেশ ক্রিম ৩ চামচ (বড়), ১৩. ধনেপাতা কুচি ১ চামচ, ১৪. ঘি পরিমাণমতো

প্রণালী:-

প্রেসার কুকারে ডাল, রাজমা, লবণ ও সামান্য জল দিয়ে সেদ্ধ করতে দিন। অন্তত ৪-৫টা সিটি দিয়ে নিন। এবার প্যানে ঘি গরম করে পেঁয়াজ বাদামি করে ভেজে নিন।তারপর মিশিয়ে দিন আদা-রসুন বাটা, টমেটো পিউরি, মরিচের গুঁড়ো ও স্বাদমতো লবণ। এবার ওর মধ্যে ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে দিন। এবার এতে ডাল মিশিয়ে নিন। ডাল বেশি ঘন হলে সামান্য দুধ মিশিয়ে নিতে পারেন। এবার কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন।

এরপর ধনিয়া-জিরার গুঁড়া ও গরম মসলা দিয়ে নেড়ে নিন। অন্য একটা প্যানে মাখন দিয়ে মরিচের গুঁড়া দিন। এবার তা ডালের উপর ঢেলে দিন। ফ্রেশ ক্রিম আর ধনেপাতা কুচি উপরে ছড়িয়ে দিন রান্না শেষের দিকে। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল ডাল মাখানি। স্বাদমতো সামান্য চিনিও যোগ করতে পারেন। ডাল মাখনি গরম গরম পরিবেশন করুন রুটি কিংবা নানের সঙ্গে।

টিবি ইউনিটের তরফ থেকে বিশেষ সচেতনতা বার্তা নতুন প্রজন্মের মধ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা

নদীয়া:- নদীয়ার হাঁসখালি টিবি ইউনিটের তরফ থেকে ২৪/০৩/২০২৩ তারিখে বগুলা গ্রামীণ হাসপাতালে এক র‍্যালির মাধ্যমে বিশ্ব যক্ষা দিবসের কর্মসূচির শুরু হয়। সেই কর্মসূচির অংশ হিসাবে শনিবার ২৫/০৩/২০২৩ তারিখে বাপুজিনগর হাইস্কুলে ড্রয়িং ও ক্যুইজ কম্পিটিশনের আয়োজন করা হয়। প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই নতুন প্রজন্মকে টিবি রোগ সম্পর্কে সচেতন করা। প্রতিযোগীদের মাঝে টিবি রোগ সম্পর্কে সচেতনতামূলক বক্তব্য রাখা হয় এবং বিজয়ীদের হাতে সার্টিফিকেট ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শম্পা ভৌমিক ,স্বাস্থ্য ভবন। নিপ্পন বিশ্বাস, সিনিয়র ট্রিটমেন্ট সুপারভাইজার। প্রহ্লাদ মন্ডল সিনিয়র ল্যাবরেটরী সুপারভাইজার হাঁসখালি টিবি ইউনিট, এছাড়াও বাবুজিনগর হাই স্কুলের সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকা বৃন্দ।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন গুজরাট টাইটান্সের শক্তি-দুর্বলতা!

নিউজ ডেস্ক

আইপিএল (IPL 2023) শুরু হতে আর হাতেগোনা কয়েকটা দিন। মেগা টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দেখে নেওয়া যাক অংশগ্রহণকারী দলগুলির শক্তি-দুর্বলতা। প্রথমেই নজর গতবারের চ্যাম্পিয়ন গুজরাট টাইটান্সের শক্তি-দুর্বলতার দিকে।

আদৌ কি টুর্নামেন্টে দাগ কাটার মতো শক্তি রয়েছে গুজরাট দলের? চলুন টুর্নামেন্ট শুরুর আগে জেনে নেওয়া যাক কেমন হতে পারে গুজরাট টাইটান্সের সম্ভাব্য একাদশ। দলের শক্তি কিংবা দুর্বলতাই বা কী? আতসকাচের নিচে রাখা যাক দলকে।

প্রথমেই নজর রাখা যাক এবারের আইপিএলের গোটা দলের দিকে:

হার্দিক পাণ্ডিয়া, শুভমন গিল, রশিদ খান, মহম্মদ শামি, কেন উইলিয়ামসন, লকি ফার্গুসন, অভিনব মনোহর, রাহুল তেওয়াটিয়া, নূর আহমেদ, আর সাঁই কিশোর, জয়ন্ত যাদব, বিজয় শংকর, দর্শন নলকন্ডে, যশ দয়াল, আলজারি জোশেফ, প্রদীপ সাঙ্গওয়ান, ডেভিড মিলার, ঋদ্ধিমান সাহা, ম্যাথু ওয়েড, যশ লিটিল, ওডেন স্মিথ, উরভিল প্যাটেল, শিবম মাভি , সাই সুদর্শন, কেএস ভরত

দলের শক্তি:-

খাতায় কলমে গুজরাট টাইটান্সের হাতে রয়েছেন একাধিক ম্যাচ-ইউনার। হার্দিক পাণ্ডিয়া, শুভমন গিল, রশিদ খান, মহম্মদ শামি, ডেভিড মিলার, লকি ফার্গুসনরা নিজেদের দিনে যে কোনও ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। সেই সঙ্গে কেএস ভরত, শিবম মাভি, বিজয় শংকর, রাহুল তেওয়াটিয়াদের মতো তারকারা আছেন, যারা নিজেদের প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে থাকবেন। গতবারের চ্যাম্পিয়নরা এবার আরও শক্তিশালী। কেন উইলিয়ামসন আসায় ব্যাটিং অর্ডার আরও মজবুত হয়েছে। সেই সঙ্গে ডান হাতি এবং বাঁহাতি ব্যাটারের সংমিশ্রণ হার্দিকের দলকে শক্তিশালী করেছে।

দলের দুর্বলতা:-

হার্দিকদের হাতে বিকল্প প্রচুর। এর মধ্যে থেকে প্রথম একাদশ বেছে নেওয়া কষ্টসাধ্য। অনেক সময় দেখা যায় প্রচুর বিকল্প থাকায় গোটা টুর্নামেন্ট চলে যায় শুধু সেরা প্রথম একাদশ বাছতে। তাছাড়া দৃশ্যত বিরাট কোনও দুর্বলতা চোখে পড়ছে না গুজরাট দলে। তবে অধিনায়ক হার্দিকের ব্যাক-আপ সে অর্থে নেই।

সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠক,

চারিদিকে এক অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপের খেলা চলছে। হাস্যকর একটা পরিস্থিতি! অন্যায় ও অনৈতিক কাজকে ঢাকতে একে অপরের দোষ খুঁজে বার করছে, চলছে অতীতের কাটাছেঁড়া। কে কতটা দোষী, কে কোথায় কি ভাবে অন্যায় করেছে আর বর্তমানে তার থেকে বেশী না কম, সেই নিয়ে চলেছে জোর তরজা। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, বর্তমান রাজনীতিতে সব থেকে বেশী চর্চিত অবৈধ্য নিয়োগ ও সরকারি নেতা মন্ত্রী, আমলাদের আর্থিক ও সামাজিক দুর্নীতির কথাই বলছি। মানুষ আজ ক্লান্ত , সেই একই জিনিস চলছে দিনের পর দিন, চলছে তদন্ত, চলছে অনুসন্ধান আর কত কোথায় আছে ছড়ানো এই দুর্নীতির জাল ছড়ানো। বিস্তর সেই কর্ম যজ্ঞ। একের পর এক সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে নতুন নতুন নাম, নতুন নতুন তাদের বিপুল আর্থিক কেলেঙ্কারির নানা রোমহর্ষক কান্ড। কিন্তু অতীতে কি হয়েছে, কারা তার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত, আর বর্তমানেই বা কত মানুষ এই কেলেঙ্কারিতে বিপর্যস্ত তার হিসাব, তাদের ক্ষতির পরিমাণ যা অংকের হিসাবে লিখলে ক্যালকুলেটরের সীমানায় ধরবে না, কিন্তু সেই অর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ দের কি এতে কোনও সুরাহা হচ্ছে না হবে। এই তদন্ত প্রক্রিয়ার শেষ কোথায় ? কবে সাধারণ সর্বশান্ত মানুষ ফিরে পাবে তাদের লুঠ হয়ে যাওয়া, তাদের হারিয়ে যাওয়া অধিকার ? জানিনা কে বলতে পারবে এর উত্তর। আজ অবধি মনে তো পরে না এই ধরনের কেলেঙ্কারির তদন্তের শেষে সাধারণ জনগণ, নিঃস্ব জনগণ হারিয়ে যাওয়া, লুঠ হওয়া, সর্বশান্ত মানুষ তৃপ্তির হাসি হেসেছে, তার জীবদ্দশা তো ছেড়ে দিলাম, তার দুই পুরুশ পরেও এই তদন্ত চলতেই থাকে। মানুষ ভুলে যায়, সহ্য করতে করতে আবার উঠে দাঁড়ায় আবার লড়াই করে, পরিশেষে আবার নতুন রূপে নতুন ভাবে প্রতারিত হয়। এটাই ভবিতব্য। জানি না এই প্রহসন কতদিন চলবে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র কি এটাই? প্রশ্ন থেকে যাবে, উত্তর অজানা। আজ এই পর্যন্ত নমস্কার। ভালো থাকুন, পাশে থাকুন। আর আমাদের মতো দেখতে থাকুন আগামী দিনে কি হতে চলেছে, আমরা চেস্টা করবো এবং আশা করবো এই অন্ধকার দিন কেটে আলো ঝলমল সুন্দর মুক্ত বাতাস একদিন বইবে, আমরা একটা সোনালী দিন দেখবো।

সৌমিক সান্যাল
সম্পাদক-বলো কলকাতা

রক্ত

****সৌমিক সান্যাল****

রক্ত মানে আমার কাছে O+ Blood।
রক্ত মানে তোমার কাছে XYZ।।
কারুর কাছে রক্ত মানে চুষে খাওয়ার খাদ্য।
কেউ আবার রাতের অন্ধকারে রক্ত ঝরাতে বাধ্য।।
রক্ত বেচে অন্য কেউ অর্থাভাবের দায়।
রক্ত দিয়ে লেখে চিঠি কেউ-বা বিছানায়।।
নারীর কাছে লাজ-এর সীমা পুরুষের পুরুষত্ব।
চারিদিকে রক্তই সব রক্ত সবার জন্য।।
রক্ত এখন পাড়ায় পাড়ায় রক্তদানের বেশে।
আদেও কি সেই রক্ত মর্যাদা পায় শেষে।।
রক্ত আমার রক্ত তোমার রক্ত সারা বিশ্ব।
রক্ত ছাড়া প্রাণী জগৎ এক নিমেষে নিঃস্ব।।
হইবা আমরা যে জাতেরই রক্ত মোদের লাল।
তবুও আজকে দাঙ্গা করে এইতো প্রাণীর হাল।।
রক্ত আছে Blood Sugar-এ রক্ত আছে শিরায়।
রক্ত ঝরে মূল্যবোধে রক্ত ঝরে হীরায়।।
রক্ত মাখে ভবিষ্যৎ আর রক্ত মাখে লাজ।
রক্ত ঝরায় বাস্তব আর রক্ত করায় রাজ।।
রক্ত কেমন চ্যাটচ্যাটে হয় ঘাঁটলে বোঝা যায়।
রক্ত শেখায় রক্ত লড়ায় রক্ত সীমানায়।।

বলো কলকাতা
বেঙ্গল টুডে
কলকাতা ১১ চৈত্র ১৪২৯, রবিবার ২৬ মার্চ ২০২৩ অনলাইন সংস্করণ

অ্যাসিড ভর্তি গাড়ি উল্টে বিপত্তি

বিশ্বজিৎ সাহা, হুগলি:- হুগলির কুন্তীঘাটের রঘুনাথপুর এলাকায় অ্যাসিড ভর্তি গাড়ি উল্টে পড়ে বিপত্তি।এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায় । জানা গেছে, বিড়লা গ্রুপের অধীনে থাকা কেসরাম রেয়ন নামে বহু পুরনো একটি কারখানা রয়েছে এলাকায়। মূলত ওই কারখানায় সুতো তৈরি হয়। শুক্রবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ ওই কারখানা থেকে একটি অ্যাসিড ভর্তি গাড়ি অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যেতে গিয়ে ওই গাড়িটি হটাৎই একটি দোকানে সজোরে ধাক্কা মারে। ভার সামলাতে না পেরে গাড়িটি সেখানেই উল্টে যায়। ওই গাড়ির মধ্যে বিষাক্ত সালফিউরিক অ্যাসিড ছিল বলে জানা গেছে। গাড়িতে এতই পরিমাণে অ্যাসিড ছিল যে, উল্টে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে বিষাক্ত সালফিউরিক অ্যাসিড বেরোতে শুরু করে। ঝাঁঝালো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। এরপর এলাকাবাসীদের নজরে আসতেই হইচই পরে যায়। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও দমকলে খবর দেওয়া হয়। দমকলের কর্মীরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। কারখানা কর্তৃপক্ষও খবর পাওয়া মাত্রই সেখানে পৌঁছায়। দুর্ঘটনা এড়াতে অ্যাসিডের গাড়িতে বস্তা বস্তা চুন দেওয়া হয়।

এরপরই প্রশাসনের লোকজন ওই অ্যাসিড ভর্তি গাড়িটি কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই তুলতে গেলে গ্রামবাসীরা বাধা দেন বলে খবর। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও স্থানীয় প্রশাসনের কোনরকম হেলদোল নেই। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে সদস্য কারোরই পাত্তা নেই বলে দাবি। দিন কয়েক আগেই বাড়িতে বাড়িতে মাটির নিচ দিয়ে জলের পাইপ লাইন গেছে। PWD-র পক্ষ থেকে নতুন রাস্তা হয়েছে ঠিকই কিন্তু মাটি খোঁড়ায় রাস্তা একবারে ফেঁপে গেছে। নিয়ম মেনে রাস্তা তৈরি করা হয়নি। আর রোজই ওই রাস্তার ওপর দিয়ে বারোচাকা, চোদ্দচাকার গাড়ি যাতায়াত করে। গাড়ির অতিরিক্ত চাপে রাস্তা দিন দিন বসে যাচ্ছে। বেশ কিছু জায়গায় দেখা দিয়েছে ফাটল। এই অবস্থায় সুষ্ট সমাধানের দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক দমকল আধিকারিক বলেন, পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে অ্যাসিডের গাড়ি খালি না করা পর্যন্ত ওই গাড়ি তোলা সম্ভব নয়। তবে কারখানা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনরকম মুখ খুলতে চায়নি। ওইসময় আশেপাশে কেউ না থাকায় প্রাণহানির কোনো ঘটনা ঘটেনি। গাড়ির চালক ও খালাসী কোনরকমে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পরায় প্রাণে বেঁচে যান। এরপর রাত একটা নাগাদ খালি কন্টেনার এলে অ্যাসিড খালি করার কাজ শুরু হয়। শনিবার সকাল পর্যন্ত চলে সেই কাজ। ঘটনার পর থেকে গ্রামবাসীরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ফলে ব্যাপক যানজট তৈরি হয় এলাকায়। এই ঘটনায় পর থেকে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয়রা।

রাস্তার ম্যানহোল ভেঙে উল্টে গেল বালি বোঝাই লরি

সন্তু মুখার্জী, হুগলী:- ঘটনাটি ঘটে চুঁচুড়া পিপুলপাতির কাছে হাসপাতাল রোডে বালি বোঝাই একটি লরি পাল্টি খেয়ে গেল শনিবার। পিছনের একদিকের চাকা রাস্তায় বসে গিয়ে গাড়িটি পাল্টি খায়। কোনওক্রমে গাড়ির চালক প্রাণে বাঁচেন। ঘটনায় হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও হাসপাতাল রোডে যানজটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগের কর্মীরা এসে যানচলাচলে নিয়ন্ত্রণ শুরু করেছে। পাশাপাশি লরিটিকে ফাঁকা করে তোলার চেষ্টা চলছে। পুরসভা সূত্রে খবর, ওই রাস্তার নীচ দিয়ে যাওয়া 'ম্যানহোল' বরাবর ধস আগেও বহুবার নেমেছে। এ বারেও ভারি লরির চাপে রাস্তা ধসে গিয়েছে।

'দলের স্বার্থে দুর্নীতি করেছেন বাবা, চাকরি দিয়েছেন অনেককে', বিস্ফোরক উদয়ন গুহ

কোচবিহার, দেবাশীষ কণ্ঠ:- বাবাও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন', বিস্ফোরক দাবি কমলপুত্র উদয়নের

।বাবা দীর্ঘদিন মন্ত্রী ছিলেন। বাম আমলে চাকরি নিয়ে যে ভাগাভাগি হত তাঁর সঙ্গে বাবাও যুক্ত ছিলেন। তিনি দিনহাটা, কোচবিহার সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার যুবকদের চাকরি দিয়েছেন। সেটা যদি দুর্নীতি হয় তাহলে বাবাও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত।' শনিবার প্রয়াত কমল গুহকে নিয়ে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, 'যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে চাকরি দেওয়া এটা যুগ যুগ ধরে হয়েছে। কংগ্রেস আমলে হয়েছে। বাম আমলে হয়েছে। আমিও কিছু সুপারিশ করেছি সেগুলো হয়েছে। আমি যাঁদের সুপারিশ করেছি তাঁরাই কী যোগ্য? এর চাইতে যোগ্যতম কেউ ছিল না? বাবা যাঁদের সুপারিশ করে চাকরি দিয়েছিল তাঁদের চাইতে কী যোগ্যতাসম্পন্ন কেউ ছিল না?'। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে যখন রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলে গর্জে উঠছে বিরোধীরা, সেই আবহে এবার বাম আমলের দুর্নীতি সামনে আনলেন উদয়ন গুহ। বামেদের সময়ের নিয়োগ দুর্নীতি বোঝাতে নিজের প্রয়াত বাবাকেই কাঠগড়ায় তোলেন তিনি।

পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্প নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে জেলাশাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান :-মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পের কথা। যার মাধ্যমে রাজ্যের বারো হাজার কিলোমিটার রাস্তার নির্মাণ, পুননির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। এই মর্মেই শনিবার জেলাশাসক দপ্তরে কনফারেন্স হলে সাংবাদিক বৈঠক করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক প্রিয়াংকা সিংলা। সাংবাদিক বৈঠকে জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলা বলেন, পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে ৫৪১টি পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী স্কিম অ্যাপ্রুভ করা হয়েছে এবং যার মধ্যে ৮৭৫ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হবে। এই রাস্তা তৈরিতে মোট ৩১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মোট চারটে এজেন্সির দ্বারা সমস্ত রাস্তাটি তৈরি হবে। পথশ্রী এবং রাস্তাশ্রী প্রকল্পের কথা ভালো করে প্রচার করা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই এই রাস্তার কাজগুলি শুরু হবে। জেলাশাসক প্রিয়াংকা সিংলা আরও বলেন, ষষ্ঠতম পর্যায়ে আবার দুয়ারে সরকার শুরু হচ্ছে। ২০২৩-এর প্রথম দুয়ারে সরকার শুরু হবে পহেলা এপ্রিল থেকে। পহেলা এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত আমরা প্রচারের জন্য বিভিন্ন রকম ক্যাম্প করবো । যেখানে আমরা দেখবো যে ক্যাম্প করার প্রয়োজন আছে সেই ফিল্ডে আবার ক্যাম্প করা হবে। এখনো পর্যন্ত আমরা গোটা জেলায় জুড়ে প্রায় ৫৫০০ ক্যাম্প করেছি। আমরা এ বছর দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে একটি কন্ট্রোল রুম করছি। যেখানে সাধারণ মানুষের যদি কোন অভিযোগ অথবা আমাদের যদি কোন সাজেশন দিতে চান তাহলে তিনি সেখানে বলতে পারবেন। সাংবাদিক বৈঠকে জেলাশাসক প্রিয়াংকা সিংলা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশংকর মন্ডল সহ প্রশাসনিক আধিকারিক বৃন্দ।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদে, মালদহে বিক্ষোভ কংগ্রেসের

নিজস্ব সংবাদদাতা

মালদা:-কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধীর লোকসভার সাংসদ পদ খারিজ করার প্রতিবাদে বিক্ষোভে শামিল জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। শনিবার দুপুর দুটো নাগাদ মালদা শহরের ফোয়ারা মোড়ে মালদা জেলা যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ করেন। নেতৃত্বে ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ হালদার, ছাত্র পরিষদের কংগ্রেস নেতা মান্তু ঘোষ ও বর্ষিয়ান কংগ্রেস নেতা কালী সাধন রায় সহ অন্যান্য যুব কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

পাশাপাশি জেলা সহ-সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ হালদার বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রাহুল গান্ধীকে যেভাবে পূর্ব পরিকল্পনা করে তার সাংসদ পদ খারিজ করা হয়েছে তা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কখনো বাস্তবে রূপায়িত হতে দেবে না। আগামী দিনে যতক্ষণ না পর্যন্ত রাহুল গান্ধীকে সাংসদ পদে ফিরিয়ে না নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বৃহত্তর আন্দোলন চলবে।

সিউড়ি পৌরসভা নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও মিলছে না ট্যাক্সের টাকা !

নিজস্ব সংবাদদাতা

বীরভূম:- বারবার চাওয়া সত্ত্বেও মিলছে না করের টাকা! এই কর বাকি রাখার অভিযোগ উঠেছে সরকারি দপ্তর গুলির বিরুদ্ধে! পৌর প্রধান প্রণব কর জানাচ্ছেন এর ফলে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। বিপুল পরিমাণে কর বাকি থাকায় পৌরসভা কর্মীদের মাইনে গ্রাচুইটি ও পেনশন দিতে প্রবল সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে দাবি করেন পৌর প্রধান প্রণব কর! পৌরসভা সূত্রে খবর প্রায় সরকারি দপ্তর গুলি থেকে সিউড়ি পৌরসভার পাওনা করের বর্তমান পরিমান দাঁড়িয়েছে দু কোটি এরও বেশি! আরো জানিয়েছেন পৌরপ্রধান অঞ্জন কর পুরো বিষয়টি রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়নের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে এ বিষয়ে জানান!

সাগর দীঘিতে শাসকদলের হারের পর তৃণমূলের বড়সড় ভাঙ্গন, শতাধিক নেতাকর্মী মিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে যোগদান জাতীয় কংগ্রেসে।

নিজস্ব সংবাদদাতা

নদীয়া:- নদীয়ার চাপড়ায় কংগ্রেসে যোগদান । মূলত সাগর দিঘিতে শাসক দলের হারের পরে একের পর এক ভাঙ্গন অব্যাহত। সংখ্যালঘুদের ধরে রাখতে মরিয়া শাসকদল। নদীয়া জেলার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় প্রায় শতাধিক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ও কর্মী সমর্থক যোগদান করলো জাতীয় কংগ্রেসে। একের পর এক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা হাতছাড়া হচ্ছে শাসক দলের। গোটা রাজ্যে জুড়ে সংখ্যালঘুদের ধরে রাখতে মরিয়া শাসক দল। জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্য যুব কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক আসিফ খানের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা যোগদান করল জাতীয় কংগ্রেসের। দলীয় কার্যালয়ে তাদের হাতে পতাকা তুলে দিলেন চাপড়া ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা অলোক দত্ত, তৃণমূল নেতা তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক অম্বিকা দে সহ তৃণমূলের শতাধিক কর্মী সিপিআই(এমএল) আবু বক্কর সেখ সহ পঞ্চাশ জন কর্মী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করলেন। গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে একের পর এক শাসকদলের ভাঙ্গন অব্যাহত। তাহলে কি পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসকদলের আরও বড়সড় ভাঙ্গন হতে পারে। তা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

মালদহে পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে ভোট বয়কট! পড়ল পোস্টার

নারায়ণ সরকার, মালদা:- পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার আগেই রাস্তার দাবিতে ভোট বয়কট গ্রামবাসীদের একাংশের! কারন ভোট আসে ভোট যায় তবুও রাস্তা মেরামত হয় না। তাই আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাস্তা মেরামতের দাবি জানিয়ে এবারে মালদহের বামনগোলা ব্লকের মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের ফরিদপুর, বাহেরপুর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার লাগিয়ে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রীদের ও প্রশাসনকে তাদের সমস্যা জানিও কোন লাভ হয়নি। তাই এবার ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মালদহের বামনগোলা ব্লকের মদনাবতি অঞ্চলের পিরলতলা ঘাট থেকে শিয়ালডাঙা মোড় পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তা না হওয়াতে তাদের বর্ষাকালে সমস্যায় পড়েন। তাই তারা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন।

তোলা আদায়ের অভিযোগে মেমারিতে গ্রেপ্তার দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার!

কল্যাণ দত্ত, পূর্ব বর্ধমান :-২৯ মার্চের মধ্যে সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে গাইডলাইন তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্ট। সেই আবহেই রাজ্য পুলিশের তরফে শনিবার ২৫শে মার্চ সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে সার্কুলার জারি করা হয় , যাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলাজনিত কোনও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সিভিক ভলান্টিয়ারদের দেওয়া যাবে না। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পুলিশকে সহযোগিতা করবে সিভিক ভলান্টিয়াররা, পাশাপাশি বিভিন্ন উৎসবে ভিড় সামলাতে, বে-আইনি পার্কিং রুখতে এবং মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশকে সাহায্যকারীর ভূমিকায় থাকবে সিভিক ভলান্টিয়াররা।

কিন্তু শনিবার ২৫শে মার্চ পূর্ব বর্ধমান জেলার, মেমারি থানার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে চকদিঘী মোড় থেকে দুজন সিভিক ভলেন্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে মেমারি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দুপুর ৩টে নাগাদ মেমারি চকদিঘী মোড়ে দুটো বালি বোঝাই ট্রাককে জোড়পূর্বক দাঁড় করিয়ে ওই দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার তোলা তোলে এবং তারা দিতে রাজি না হলে প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

মেমারি থানার অন্তর্গত পাল্লার মামুদপুর নিবাসী ট্রাক ড্রাইভার বিপ্লব বিশ্বাসের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মেমারি থানার পুলিশ শনিবার ভোরে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার দুজনকে গ্রেপ্তার করে মেমারি থানার পুলিশ। জানা যায় ধৃতদের নাম রাজকুমার মান্না ও সেখ আশিকুল রহমান। জানা যায় তারা মেমারি পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত খাঁড়োর বাসিন্দা। ধৃতদের শনিবার সকালে সুনির্দিষ্ট ধারা রুজু করে বর্ধমান আদালতে পাঠানো হয়।

জাল সার্টিফিকেট তৈরির পর্দা-ফাঁস

নিজস্ব সংবাদদাতা

পূর্ব বর্ধমান:-নকল কাস্ট সার্টিফিকেট তৈরি করার সাথে যুক্ত থাকার অপরাধে পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদনঘাট থানা এলাকার খরসগ্রামের আবদুল্লা মন্ডল নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো নাদনঘাট থানার পুলিশ শনিবার। পূর্বস্থলী ১ নম্বরের ব্লকের বিডিও দেবব্রত জানা নাদনঘাট থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করার পরে, অভিযোগের ভিত্তিতে খরস গ্রাম এলাকার বাসিন্দা ওই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে শনিবার কালনা আদালতে পাঠায় নাদনঘাট থানার পুলিশ। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা যায় পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকা থেকে টাকার বিনিময়ে নকল কাস্ট সার্টিফিকেট তৈরি করার কাজের সাথে যুক্ত ছিল ওই কেতুগ্রাম এক নম্বর বিডিও অফিসের সরকারি কর্মচারী। নাদনঘাট থানা এলাকার বহু মানুষের জাল কাস্ট সার্টিফিকেট তৈরি করে দিয়েছেন তিনি। সেই কাস্ট সার্টিফিকেট দেখিয়ে তারা অজান্তেই ভাতা তুলতে গিয়ে, বিডিওর নজরে আসে বিষয়টি। এরপরই বিডিও নাদনঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতেই এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অপরাধ ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে শনিবার কালনা আদালতে পাঠায় নাদনঘাট থানার পুলিশ। ধৃত কে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় কালনা আদালতের বিচারপতি।

শিবতারা মন্দিরের নিত্যপুজার সদস্যপদ
নিয়ে মনস্কামনা পূরণ

মন্দিরের সেবায়েত
জ্যোতিষী শ্রী অভিষেক

বশীকরণ, শত্রুদমন, ব্যবসা, গ্রহদোষ, ব্যক্তিগত
সমস্যার ধারন ছাড়াই সাফল্য

দমদম এয়ারপোর্ট, হাজরা ও অনলাইন
9836038552, 9831707570

Follow us on YouTube & Facebook : Sree Avishek

বলো কলকাতা
রবি সাপ্তাহিক
কলকাতা ১১ চৈত্র ১৪২৯. রবিবার ২৬ মার্চ ২০২৩ অনলাইন সংস্করণ

ভালোলাগা সে তো ভালোবাসা নয়

- বেপরোয়া প্রেমিক....

চতুর্থ পর্ব

ড্রীম – যেকোনো কাজের জন্যই আমাদের শরীরে কিছুনা না কিছু অনুভূতি হয় ধরো তুমি দোকানে একটা ভালো শাড়ী দেখলে দেখেই তোমার শরীরে ভালো জিনিষ দেখার একটা অনুভূতির সৃষ্টি হলো । সাথে সাথেই তোমার ভিতরে ওটাকে পাওয়ার ইচ্ছের একটা অনুভূতি হলো তারপর তুমি সেটাকে কিনলে আর কেনার পর ই তোমার ভিতরে একটা আনন্দের অনুভূতি হলো আর তুমি যখুন সেটাকে পড়লে তখুন আবার একটা নতুন অনুভূতি তোমার ভিতরে হলো।

পুরো ব্যাপারটাই অনেকগুলো অনুভূতির মেলবন্ধন এই আর কি , আর সবকটাই সুখের বা আনন্দের অনুভূতি। খাওয়া , বাড়ি কেনা , গাড়ি কেনা , সিনেমা দেখা , খেলা দেখা এইরম সবকিছুই আমরা কিছু অনুভূতি পাওয়ার জন্যই করি শুধু তাই ই নয় আমরা টাকা ইনকাম ও করে যে আনন্দ পাই সেটাও একধরণের অনুভূতি।
এই ভাবেই আমাদের সমগ্র জীবনটাই ছোট ছোট অনুভূতি নিয়েই গঠিত যার নাম LIFE ... বুঝলে সোনা।

বৃষ্টি - সত্যি এতো সুন্দর করে কেউ কখুনো বলেনি গো তাই কখুনো ভেবেই দেখিনি এতো সুন্দর করে।

ড্রীম - তবে অজন্তার ওটা ভালোলাগা ছিলো যেটা অনেককিছুর ওপর নির্ভরশীল। তাই মাত্র দু মাসেই পাল্টে গেছিলো ওপরে ওঠার নেশায়। বর্তমান যুগে মানুষের জীবনে অভাব বড়ো বেশি আর এটা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে মেয়েদের।
বৃষ্টি - কিরকম শুনি ? (আমি শুধু ড্রীম এর পাশে বসে ড্রীম এর কথা শুনতে চাই , ও এতো সুন্দর করে বলে মন ভোরে যায়)
ড্রীম - রাগ করোনা , মেয়েদের লোভ বড্ডো বেশী হয় চাহিদাও অনেক বেশী হয় , ছেলেদের ও লোভ হয় কিন্তু সেটা খুব সীমিত। মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা তাদের এই লোভের বা চাহিদার জন্য অনেকদূর অব্দি যেতে পারে যদিও জীবনের শেষভাগে গিয়ে অনেকেই দেখে ওপরে ওঠার বা চাহিদা পূরণ করার জন্য তারা যা কিছু করেছে সেগুলো না করলেও হয়তো সে অনেক বেশি সুখের সাথে আনন্দের সাথে জীবন কাটাতে পারতো।

অনেক ছোটো ছোটো বিষয় যেগুলো পুরুষরা উপেক্ষা করতে পারে মেয়েরা সেটা পারেনা। যদিও ব্যাতিক্রম আছেই ব্যাতিক্রমী মহিলাও আছে পুরুষ ও আছে।
বৃষ্টি - আচ্ছা এই ভালোলাগা আর ভালোবাসার মধ্যে তফাৎ টা কি ?
ড্রীম - প্রধান তফাৎ অবশ্যই সময় এর ভালোলাগা টা খুব অল্প সময় এর জন্য হয় যেটা না পেলেই কদিন এর মধ্যেই পাল্টে যেতে পারে কিন্তু ভালোবাসা টা একটা বহুদিন বহুবছর এর ব্যাপার যা সহজে হার মানতে চায়না। ভালোলাগা যা মাথার মধ্যেই ঘোরাফেরা করে কিন্তু ভালোবাসা রক্তে মিশে যায় যা সহজে যায়না ।
তবে এটা শুধুই আমার মত, তবে এই দুটোর তফাৎ জানার জন্য আমি আমার জীবনে বহুবছর ধরে এটা নিয়ে অনেক গবেষণা করেছি যখুন কোনো মানুষের সাথে আলাপ পরিচয় হয়েছে তার কাছে জানতে চেয়েছি এটা আর তার জীবনের কোনো উল্লেখযোগ্য ভালোবাসার কাহিনী যদি থাকে সেটাও জানতে চেয়েছি। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখেছি মানুষ তাদের সুবিধে মতো তাদের জীবনের ভালোলাগা গুলোকে ভালোবাসার নাম দিয়ে দিয়েছে।
ড্রীম - আজ উঠি পরেরদিন শোনাবো গল্প গুলো , তুমি তো জানো কাল সকালের ফ্লাইটে আমায় দিল্লী যেতে হবে পরশু দুপুরের ফ্লাইটে ফিরবো ৫.৩০টায় দমদম নামবো।
বৃষ্টি - ওকে আমি তাহলে গাড়ি নেবোনা একটা ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টে চলে যাবো তোমায় আনতে।
ড্রীম - ওকে ম্যাডাম যা আপনার মন চায়।
পরের দিন দিল্লি পৌঁছে ড্রীম ফোন করলো।
ড্রীম - মাই হার্ট আমি পৌঁছে গেছি ওকে , শোনো আমি ৭টা অব্দি হোটেল এই আছি কিছু লোক আসবে তাদের সাথে কিছু আলোচনা করার আছে তারপর ওই মিটিং এ যাবো যদি ১১টার মধ্যে ফিরে আসি তাহলে ফোন করবো আর যদি দেরী হয় তাহলে কাল কথা হবে।
বৃষ্টি - শোনো তুমি যত রাতেই ফেরোনা কেন আমাকে একটা টেক্সট করে দিও আমি জেগে থাকলে ফোন করবো।
ড্রীম - ওকে মাই হার্ট।
রাতে আর ড্রীম এর সাথে কথা হয়নি পরের দিন সকাল ৯টা নাগাদ ফোন করলাম।

বৃষ্টি - এই যে বলি হচ্ছেটা কি ? আমাকে চিনতে পারছো নাকি একদিনেই ভুলে গেছো ?

ড্রীম - তোমা হতে মোর সূর্য উদয়
তোমাতেই দিন শুরু
তোমাকে দেখেই ভোরের কবিতা
লিখতে করেছি শুরু।

তুমি ছিলে মোর নিশি জাগরণে
স্বপনে শয়নে প্রতি ক্ষনে ক্ষনে
দিনের আগমনে তুমি যাও নাই
রয়ে গেছো মোর হৃদয়ের সনে।

কর্ম ব্যাস্ত প্রতিটি প্রহরে
তুমি ছিলে সখী মোর চারিধারে
স্পন্দনে মোর ঘর যে তোমার
সদা রবে তুমি মোর অন্তরে মোর অন্তরে। .

বৃষ্টি - দারুন দারুন অসাধারণ উমমমমমমা ৫০ টা হামি দেবো এই কবিতাটার জন্য।
ড্রীম - কবি ধন্য হলো সখী তবে ধার বাকির কোনো ব্যাপার নেই আজ সন্ধে বেলাতেই দিতে হবে।
বৃষ্টি - ওকে বাবা ওকে একটুও তর্ সয়না অসভ্য কোথাকার। যাও তৈরী হয়ে লাঞ্চ করে এয়ারপোর্টে গিয়ে ফ্লাইট ধরো নাহলে সেটাও মিস করবে , আমি এয়ারপোর্ট এ থাকবো।
ড্রীম - ওকে ম্যাডাম আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।
ফ্লাইট টা একটু দেরিতেই নামলো দূর থেকেই ড্রীম আমায় দেখে হাত নাড়লো একটু ক্লান্ত লাগলো ওকে, কাছে এসেই আমায় পাগলের মতো জড়িয়ে ধরলো।
বৃষ্টি - এই শোনো এটা এয়ারপোর্ট তোমার ফ্ল্যাট নয় সোনা সবাই হ্যা করে দেখছে যে।
ড্রীম আর এক মিনিট ও দেরী করলোনা আমাকে নিয়ে বেরিয়েই একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়লো , আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আমার হাত টাকে কোলে টেনে নিয়ে আমার কাঁধে হেলান দিয়ে শুয়ে রইলো।
ফ্ল্যাট এ ঢুকেই আমাকে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলো আমার শাড়ীটা পুরো খুলে গিয়ে এক কোনে পরে রইলো।
ড্রীম - দাও ৫০ টা আর ১০ টা বোনাস দিতে হবে তার সাথে।
বৃষ্টি - এক্ষুনি চাই কাল দিলে হবেনা ?
ড্রীম - হ্যা এক্ষুনি চাই।
আমি ওকে অনেকগুলো বেশিই হামি দিয়েছিলাম আর ও ভীষণ খুশী হয়ে।
ড্রীম - এরম উপহার পেলে আমি রোজ নতুন নতুন কবিতা লিখতে পারি মাই হার্ট।
বৃষ্টি - আমিও তাই চাই সোনা।
দুদিন পর ড্রীম এর কাছে বসে বললাম বলো এবার গল্পো গুলো।

**** বাকিটা পরবর্তী পর্বে ..**
**** সব চরিত্র কাল্পনিক..**

"শেষ অধ্যায়"

পার্থ চক্রবর্ত্তী

*****
এক সময় সময় নষ্ট করার
সময় ছিলনা।
এখন অফুরন্ত সময়
দিনটা কোন না কোন ভাবে
কেটে গেলেও
রাতটা কাটতে চায় না।
পিছন ফিরে তাকিয়ে শুরুটা
এখন আর দেখতে পাই না
চেষ্টা করি ফেলে আসা দিন গুলোর স্মৃতি রোমন্থন করতে।
অতীত টাই সবচেয়ে নিরাপদ,
সবটাই জানা, ঠকবার ভয় নেই।
নেই কোনো অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ।
বর্তমান, ভবিষ্যৎ টাই বড়ো ভাবায়। অজানা আশঙ্কায় থাকি।
চোখের সামনে দেখি সবাই।
কেমন বড়ো হয়ে গেছে।
হয়তো ওরা কেউ বড়ো হয়নি।
এগিয়ে গেছে।
আমিই বুড়ো হয়ে গেছি।
পিছিয়ে পড়েছি।
ইচ্ছে গুলো বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখেছি।
যদিও সময় অসময়ে কখনো সখনো
বেড়াজাল টপকে বেরিয়ে পড়ে।
আমি কোন রকমে ওদের
বুঝিয়ে সুজিয়ে ফিরিয়ে আনি।

জীবনে যা করেছি ভালো লেগেছিল বলেই করেছি
এখন প্রয়োজনে পাশে কেউ নেই।
আয়োজনে অনেক আপনজন
কিছু পেতে গেলে তো কিছু হারাতেই হয়।
কৈশোর পেয়েছি শৈশব হারিয়ে।
যৌবন পেয়েছি কৈশোর হারিয়ে।
প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে এখন বার্ধ্যকে।
এখন আর চাওয়া পাওয়ার
কিছু নেই।
কিছু পাওয়া যেমন নিজের
হাতে থাকেনা।
সব চাওয়াও নিজের জন্য নয়।
এখন শুধু অপেক্ষা
নিজেকে হারানোর অপেক্ষায়।

আমি বন্ধু চাই

পথভোলা

আমি একটা বন্ধু চাই
হ্যাঁ একটা ভালো বন্ধু
যে হবে শুধুই সঙ্গী আমার
আমায় ভালো মন্দের সাথী।
যাকে বলতে পারবো সব কথা
মনের মধ্যে লুজিয়ে রাখা ব্যাথা
যে শুনবে আমার সব আবদার
যে করবে শাসন আর দেবে ভালোবাসা।
আমি সেই রখম একটা বন্ধু চাই
যে হবে আমার সামনের আয়না
যার চোখে দেখবো নিজেকে
যে সাজিয়ে দেবে আমার সব কিছু
আগোছালো অবিনস্থ এই জীবনটাকে
আবার গড়ে দেবে নিজের মতো করে
আবার আমাকে স্বপ্ন দেখাবে
বাঁচার নতুন অনন্দতে।
যে সুখে যেমন ধরবে হাতটা আমার
তেমনি দুঃখে থাকবে আমায় জড়িয়ে
যার কাছে কাঁদলে মন খুলে বুঝবে আমার ভেতরটাকে।
সে চাইলে আমি সব দেব উজাড় করে
আমি নিঃস্ব হতে রাজি তার কাছে
শীতের উষ্ণতা আর বসন্তের রং
সব চাই তার কাছ থেকে।
সে মেনে নিয়ে আমার সব ভুল গুলোকে
ধরিয়ে দিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক পথে
আমি এমন বন্ধু চাই যে হবে নিরস্বার্থ
শুধু ভালোবাসবে আমার আমিকে।

পাশে দাঁড়াতে হবে

কেতকীপ্রসাদ রায়

এক একটা সময় আসে যখন মুহুমূর্হু আছড়ে পড়ে ঝড়,
সে ঝড়ের চোখ রাঙানিতে থমকে যায় সময়।/
পরাভূত সময় অতীতের সব অহঙ্কারকে দুমড়ে-মুচড়ে গৃহবন্দি করে,
তাও উর্বর পলিমাটির বনজ গাছগুলোও নুয়ে পড়ে কাদামাটি গায়ে।

ক্রমশ সময় গেলে অদম্য ইচ্ছেগুলো আবার আকাশে উঁকি মারে,
ঝাপটা বাতাসে মাটিতে নুয়ে পড়া গাছগুলো উঠে দাঁড়ায়।
শুরু হয় নিয়ম মাফিক পৃথিবীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সমান প্রবাহ;

প্রলয় তান্ডবের পর সন্তানহারা, স্বামীহারা বিধবার মত-
গাঙ্গুরের জলে ভাসিয়ে দিই বিবর্ণ ভাঙা মান্দাস,
বুক বেঁধে সর্বহারাদের মত শুরু করি হোগলা পাতার ঘর,
তারপর খুঁজি রিফিউজি কলোনির মধ্যে প্রিয় মুখগুলো,
অথচ কারা যেন দরজায় প্রতিনিয়ত আঘাত করছে,
অচেনা-অজানা অসংখ্য বিষণ্ন অবয়ব।
ঝড়ের প্রলয়ে অভাবী আত্মজনেরা বড়ো কষ্টে প্রহর গুনছে,
চলো, আজ পাহাড়ের খাদ থেকে তুলে আনি বিশল্যকরনী বৃক্ষ,
প্রিয় মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে তো।

মায়াজাল

জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়

তোমার মনে রোদ উঠলে, বৃষ্টিপাত হলে কিংবা

কুয়াশায় ঢাকলে পথ, আমি বহু দূর থেকে বুঝতে পারি।

বন্ধন
যতবার ভেবেছি সরে যাবো, ততবারই আস্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়ে গেছি।

খোঁজ
ঘুমের মধ্যেও আমার হাত তোমাকেই খুঁজে চলে বারবার। আমি জানি, আর একমাত্র জানে আমার ঈশ্বর।

উদারতা

কত দয়ার শরীর তোমার। অনুচ্চার লাবণ্য উপচে পড়ছে মোম শরীরে। পথিক তৃষ্ণার্ত আজ। একটু

উদারতার নজির রাখবে না তুমি !

প্রেম কখনও রাগ হয়। অভিমান তার অবুঝ

শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। কিন্তু তুমি সামনে এসে - দাঁড়ালে সব ভুলে যাই।

বিরহ শীত এসে গেল। ব্যস্ততা বেড়েছে আমাদের। কতযুগ দেখা হয় না। ভালো নেই আমি।

ফোনে কি সব কথা হয়, বলো !

বলো কলকাতা
রবি সাপ্তাহিক
কলকাতা ১১ চৈত্র ১৪২৯. রবিবার ২৬ মার্চ ২০২৩ অনলাইন সংস্করণ

গল্প__অশরীরী প্রেম

কলমে_জয়ন্ত চক্রবর্তী

এই গল্পের সব চরিত্রই কাল্পনিক যদি কারো সাথে কোনভাবে মিলে যায় সেটা অনিচ্ছাকৃত। সত্যি ঘটনা অবলম্বনে আর কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে গল্পের স্বার্থে।

সেদিন একটু রাত হয়ে গেছিল ফিরতে। ফিরছিলাম দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটা প্রত্যন্ত গ্রামের অনুষ্ঠান থেকে। মাঝে মাঝেই এমন যেতে হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান কভার করতে। তেমনি একটা অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলাম চৈত্র মাস বসন্তকাল চলছে কদিন থেকে খুব ব্যবসা গরম ভাদ্র মাসের মত। হঠাৎ কয়েক দিন ধরে মেঘলা করে থাকা আকাশের একটু পরিবর্তন হলো ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ে, সেই ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই বেরোলাম গাড়িতে করে দুপুর দুপুর দিকে বেরিয়েছে। অনেকটা দূর যখন গিয়ে পৌছালাম অনুষ্ঠানের জায়গায় গ্রামের পরিবেশ, সেখানে অনুষ্ঠান হল ঝিরঝিরি বৃষ্টির মধ্যেই ভালো লাগছিল সব রঙিন জামা কাপড় পড়া কচি কচি বাচ্চাদের নাচতার সঙ্গে বিভিন্ন বয়সের ছেলে-মেয়ে সবার আনন্দ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠানটা হল। রং মাখামাখি হল ,ভালই লাগছিল

অনুষ্ঠানটা । গাড়িতে করে এদিকে ফেরার তারা অনেকটা দূর সবাইকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে আসলাম। গাড়িতে করে আসতে আসতে ছবিগুলো দেখছিলাম আর চেষ্টা করছিলাম রিপোর্টিং এর পয়েন্ট গুলো লিখে রাখতে। গাড়ির জানলার কাঁচ তোলা বৃষ্টি পড়ছে বাইরে গাড়ির ওয়াইপার খুব জোরে স্ক্রিনটা পরিষ্কার করছে। বৃষ্টিটা মনে হয় বেড়েছে ভালোই লাগছিল হালকা করে একটু রবীন্দ্র সংগীত চালিয়ে দিলাম। পাশে ডাইভার আমি সামনের সিটেই বসে ছিলাম বাইপাস দিয়ে ফিরছি, সুন্দর পরিবেশ। বসন্তে শ্রাবণের ধারা পড়েই চলেছে বাইপাস খুব সুন্দর লাগছে সাজানো পরপর সব গাড়ি যাচ্ছে । চিংড়ি হাটা আসার ঠিক আগে ই গাড়িটা একটা জ্যামে দাঁড়িয়ে গেল । একটু বাঁ দিক চেপেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। দূর থেকে গাড়ির কাচের মধ্য দিয়ে দেখলাম একজন সাদা কাপড় পরা বা সালোয়ার কামিজ পড়া মাথায় ওড়না দিয়ে ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে বৃষ্টি পড়ছে তাই গাড়ির ঘোলা কাঁচ দিয়ে তেমন স্পষ্ট বোঝা যায় না, মনে হচ্ছে সেই মেয়েটি কিছু বলতে চাইছে সব গাড়িকে ই কেউই সেটা শুনছে না তারপর যথাযে আমার গাড়ির সামনেও আসলো গাড়ির কাচে টোকা দিল। আমি ভাবলাম কাচটা কি খুলবো? অনেক রাত হয়ে গেছে দিনকাল ও ভালো না। রাত তখন দশটা সাড়ে দশটার মত। কি ভেবে আমি গাড়ির কাচটা আমি নামালাম মেয়েটা বলল আমাকে সামনে একটু এগিয়ে দেবেন বিপদে পড়েছি গাড়ি পাচ্ছিনা বৃষ্টিও পড়ছে আমি একটু সংকোচ করলাম। গাড়িতে আমি আর ড্রাইভার আর তো কেউ নেই এমন একজন মহিলাকে তুলব। দিনকাল তো ভালো না। কি হবে না হবে কি উদ্দেশ্য কোন বিপদে পড়ব কিনা তখন সে সেটা বুঝতে পারল সে বলল আপনার কোন ভয় নেই আমি ওই চিংড়ি হাটার কাছেই ওই মাঠ পুকুরের পাশের গলিতেই আমি থাকি একটু যদি এগিয়ে দেন তাহলে খুব ভালো হয়। ড্রাইভার এর দিকে তাকালাম ডাইভার বললো নিয়ে নিন পিছনে সিটের দরজা টা খুলে দিলাম ভদ্রমহিলায় এসে বসলেন প্রায় ভিজেই গেছেন পুরোটা একটুখানি রাস্তা বেশি দূর না চিংড়ি হাঁটা থেকে মেট্রোপলিটন পেরিয়ে মাঠপুকুরের সামনে এসে বললাম কোন দিকে?উনি বললেন যে বাঁদিকে রাস্তা একটু ঢুকুন তাই করলাম ওটা আমার চেনা জায়গা রাস্তাটা সোজা হয়ে চলে এসেছে শিয়ালদা। বলল ২১৩ বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি আমি থাকি ওখানে একটা ক্লাবও আছে সেটা আমি চিনি। তারপর এগিয়ে গেলাম বলল সামনের গলিটায় আমার বাড়ি একটু এগিয়ে দেবেন এগিয়ে গিয়ে একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দার করালাম। উনি বললেন ধন্যবাদ আমাকে সাহায্য করার জন্য কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে বাড়িটা সামনে দাঁড় করালো সেই বাড়িটা সাদা রঙের বিশাল একটা বাড়ি বেশ চোখে পড়ার মতো, আরো আশ্চর্য হলাম কোন এক সময় অনেকদিন আগে কোন এক সময় আমি যখন সবে কলেজ পাশ করেছি চাকরি করছি বা চাকরি চেষ্টা করছি সেই সময় একটি মেয়ের সাথে আমার আলাপ হয়েছিল। আলাপটা কোন এক সময় প্রেমে পরিণত হয়েছিল তার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হতো তখন কোন এক সময় আমি বলেছিলাম আমার চিন্তায় আমার স্বপ্নের এক বাড়ি আছে। বাড়িটা এমন এমন ডিজাইনের হবে আজও আছে আমার মনে সেটা আমি ভুলিনি। প্রায় ৩০-৩৫ বছর আগের ঘটনা সেই বাড়ির ছবিটা কিন্তু এখন ও আমার মনে আছে সেই জন্যই চমকে গেলাম আমার সেই স্বপ্নের বাড়িটার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে এই বাড়িটা আমি চমকে গিয়ে বললাম এই বাড়িতে আপনি থাকেন ? বলল হ্যাঁ আমি একাই থাকি। কেমন অদ্ভুত লাগলো এত বড় বাড়িতে একা থাকেন উনি গাড়ি থেকে নামলেন আমার জানালার পাশে এসে বললেন থ্যাঙ্ক ইউ আমাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য , একটা রিকোয়েস্ট করব?আমি একটু অবাক হয়ে বললাম বলুন। সত্যিই আপনি আমাকে এত উপকার করলেন এত রাতে এত বড় উপকার আমি কোনদিন ভুলবো না একটু যদি চা খেয়ে যেতেন আমার বাড়িতে? এত রাত্রে চা না না আমাকে তো আবার ফিরতে হবে বাড়িতে চা না খেলে অন্ততপক্ষে একটু কোলড্রিংস খেয়ে যান কিছু একটা না খেলে আমার খুব খারাপ লাগলে লাগবে আপনি আমার এত বড় উপকার করলেন। কিভাবে আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম ড্রাইভারকে বললাম গাড়িটা আপনি সাইডে রাখুন। বাড়ির সামনে বিরাট কোলাপসেবল গেটের তালা খুলে বললেন ভেতরে আসুন আমি ভিতরে গেলাম কাঁকড় বিছানো রাস্তা তারপর একটা গাড়ি বারান্দা, লক্ষ্য করলাম আচ্ছা আলোতে দুপাশে সারিসারি গাছ লাগানো আছে এটা যেন আমার কল্পনার সেই বাড়ির ছবি সবকিছু যেন মিলে যাচ্ছে ।বাড়িতে ঢুকলাম তখন পর্যন্ত আমি ভদ্র মহিলা কে আমি ভালোমতো দেখিওনি। সাদা ওড়না দিয়ে ঢাকা ছিল মাথাটা সারা শরীরের কাপড় টাও সাদা। উনি লাইট জ্বালালেন বাড়ির মেনগেট টা খুললেন খুলে একটা বড় বারান্দা সোজাসুজি একটা ঘর সেই ঘরটা খুললেন তারপর লাইটটা জ্বালাতেই আমি চমকে উঠলাম। সেদিনকার কল্পনায় আমার বলা যে ধরনের ছবি, যে ধরনের সোফা আমি বলা সব কিছু যেন হুবহু মিলে যাচ্ছে দেয়ালে ছবি টাঙানোর কথা সেগুলো হুবহু মিলে যাচ্ছে। যেন মনে হচ্ছে আমার সেই পুরনো দিনের কথাগুলো সে জানে ভদ্রমহিলা বললেন একটু বসুন আমি আসছি। বলে উনি ভেতরে চলে গেলেন। আমি শুধু সোফায় বসে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম যে এত মিল কি করে হয়? ৩০-৩৫ বছর আগের আমার যে কল্পনায় ছিল সেটার এমন বাস্তবায়িত রূপ আমি যে দেখতে পাবো তা কোনদিন ভাবতে পারিনি। মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যে উনি পোশাক চেঞ্জ করে এলেন হালকা গোলাপি রঙের একটা নাইট ড্রেস পরে আসলেন। ওনাকে দেখলাম আন্দাজ মতো ওই ৪৫-৪৬ হবে উনি এসে বললেন কি খাবেন চা, না এই বৃষ্টির মধ্যে একটু কফি খাবেন ,না কোলড্রিংস খাবেন? আমি ওনার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব দেখছি। মনে হচ্ছে আমার খুব চেনা খুব পরিচিত একজন। তার সঙ্গে আমি মিল পাচ্ছি। আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম একটু কফি খাই, উনি বললেন একটু আসছি বলে ভেতরে চলে গেলেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আমার কল্পনার দেখা বাড়িটা হুবহু মিলে যাচ্ছে সবকিছু যেন একই রকম কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে ব্যাপার টা। মিনিট চার-পাঁচের মধ্যে উনি দু কাপ কফি নিয়ে এসে আমার সামনে বসলেন আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম আমি যে ধরনের কাঁপে বাড়িতে কফির বা চা খাই অবিকল সে ধরনের কাপ আরো চমকে উঠলাম ব্যাপারটা কি? আমি কফি চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম এই এত বড় বাড়িতে

আপনি একাই থাকেন? উনি একটু মুচকি হেসে সম্মতি সূচক ঘাড় টা নাড়লেন। জিজ্ঞাসা করলাম কেন আপনার ফ্যামিলি আপনার হাজবেন্ড বা অন্য কেউ ? আমি বোকার মত করলাম প্রশ্নটা কারণ আমি খেয়াল করিনি ওনার সিঁথি তে সিঁদুর নেই হাতেও সাদা ব্যান্ডের ঘড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না হয়তো বিধবা ওনার সফট জায়গায় আঘাত করলাম। উনি কিছু মনে করলেন না হেসে বললেন আমি বিয়েই করিনি। আমি বললাম ও আচ্ছা সরি। তা আপনি একা থাকেন , কি করেন? বললেন আমি স্কুল টিচার। কোথাকার টিচার? বললেন বাইপাসেই একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের টিচার। এই বাড়িটা কি আপনারই? নি কে বললেন অন্যের বাড়িতে কি আপনাকে নিয়ে আসবো। এটা আমারই বাড়ি। কথাটা ঠিক না আমি বলতে চাইছিলাম এটা কি আপনার নিজের বাড়ি না ভাড়া থাকেন? এটা আমারই বাড়ি। তারপর দুই একটা কথা বলার পর আমি বললাম তাহলে চলি

অনেকটা রাত হয়ে গেল বললেন না এমন কিছু না সবে তো এগারোটার কাছাকাছি। এমন কিছু রাত নয়, আপনার তো রাত জাগার অভ্যাস আছে। এবার যেন বাজ পড়ার মতো আমার শরীরে বিদ্যুৎ চমকে গেল আমি রাত জাগি উনি জানলেন কি করে। আমি বললাম আপনি জানলেন কি করে? বললেন আমি জানি আমি সব জানি। আমি বললাম কেন আপনি কি জ্যোতিষী না গণৎকার। বললেন ধরে নিন দুটোই আমি একটু হেসে বললাম বলুন দেখি আমার আজকে রাত জাগার কারণটা কি। বললেন কেন আপনি বাড়িতে গিয়ে বাইরের পোশাক ছেড়ে যা জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন সেগুলো গুছিয়ে রাখবেন আপনি যে কাজ করে আসলেন সেই কাজের ব্যাপারে আপনার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবেন বা অন্য কারো সাথে মোবাইলে মেসেজে আদান-প্রদানের মাধ্যমে গল্প করবেন তারপর খাওয়া-দাওয়া করে লেখালেখি করবেন। এখনো লেখেন আপনি? কি লেখেন সেই কবিতা না গল্পও লিখছেন আজকাল? এবার সত্যিই আমার চমকাবার পালা, আমি থাকতে না পেরে বললাম আপনি কি করে জানলেন আমি কবিতা লিখি বা গল্প লিখি বললেন ওই যে বললাম আমি সব জানি আমিও থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম কে আপনি ?

ক্রমশ.....

এই বেশ ভালো আছি

গৌতম দাশ

(অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, কলকাতা পুলিশ)

এই বেশ ভালো আছি / নিজেকে নিয়েই সুখ,
জানলাটা ভেজিয়ে দিয়ে / আয়নায় দেখিনা মুখ ।

পেশীর আস্ফালন / হোক আরও বেশী বেশী,
মানুষে - অমানুষে / হোক আরও রেষারেষি।

ঘোলা জলে নেমে পড়া / ধরা যদি পড়ে মাছ,
গল্পের গরু যদি / চড়ে ওঠে তাল গাছ।

রটনাটা সত্যি হয় / সত্যিটা রটনা,
মিডিয়া গুলিয়ে দেয়/ গুল আর ঘটনা।

আমি বেশ ভালো আছি / নেই কোনও কিছুতেই,
খাবার না খেলে পরে / হবে না আর আঁচাতেই।

দূরে আছি, দূরে থাকি / ছোঁয়াচটা বাঁচাতে,
ক্ষুদিরাম হব না তো / পারবো না চেঁচাতে।

হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে / নেপোতে মারে দই,
জনগণ অজগন / ভ্যবলারা
চেয়ে রই।

এর নাম যদি বাঁচা/ তবে বেশ বেঁচে আছি,
রোজ মরে বেঁচে থাকা / এই বেশ ভাল আছি।

বিরাট এই বিশ্ব জগতে বিরাজ করছে অনাবিল শান্তি, ঐক্য আর শৃঙ্খলা । এই সুন্দর বিশ্ব জগতে বেঁচে থাকতে মন পরিবর্তন দৃষ্টি ভঙ্গী বদলে শুরু হয় কাউর জীবনের অধ্যায় ।

একসময় বলিউড অভিনেত্রী বরখা মদন বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় ছিলো নব্বই দশকে ,তাকে আমরা দেখতে পেয়েছি হিন্দি সিনেমা ও সিরিয়ালে।তিনি মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় থার্ড পজিশনে ছিলো তার নাম। তারপর থেকে রঙিন বলিউড দরজা খুলে যায়। তাকে ঘিরে ছিলো তখন অর্থ, যশ ,খ্যাতি ।মডেলিং দুনিয়াতে ও ছিলো তার বেশ কদর ।১৮৯৬ সালে খিলাড়ি ও কা খিলাড়ি ছবিতে তাকে অভিনয় করতে দেখা গেছে অক্ষয় কুমার ও রবিনা ট্যান্দানের সঙ্গে ।পরিচালক রাম গোপাল বর্মার নজরে পড়েছিলেন অভিনেত্রী। ভূত ছবিতে ও অজয় দেবগন ও উড়র্মইলা মতেণ্ডকরের সাথে অভিনেত্রী ও।

বরখা মদন তেমন ভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারে নি তার অভিনয় জগতে। এক সময় অভিনেত্রী পদক্ষেপ নেয় প্রযোজনায় সংস্থা খোলার ।নিজেই তিনি শোচ শো, সুরখাব তার প্রযোজনার দুটি ছবি স্বপ্নের ডালিতে রেখেছিলেন ,কিন্তু ভাগ্য সাথ না দেওয়ায় তিনি যথার্থ লাভ করতে পারেন নি। তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিলেন গ্লামারের দুনিয়া থেকে। তিনি কোন এক সময় বৌদ্ধ ধর্মের পরিদর্শন করতে গিয়ে তিনি বৌদ্ধ ধর্মে আকৃষ্ট হন ।বৌদ্ধ ধর্ম হলো চতুর্থ বৃহত্তম ধর্মের উপর বৌদ্ধ ধর্ম। এখানে পাওয়া যায় ভারতীয় ধর্ম ও দার্শনিক ওইতিহ্য।তিনি সন্ন্যাসীনি হয়ে মাথা র

চুল কামিয়ে ন্যাড়া হন।বুদ্ধের চার আর্যসত্য মোতাবেক বৌদ্ধ ধর্মের লক্ষ্য হল তৃষ্ণা বা আসক্তি ও অবিদ্যায় ফলে উদ্ভূত দুঃখ নিরসন।মনের স্নিগ্ধ ও শান্তির লক্ষে অভিনেত্রী আজ গ্যালটেন সামটেন নামে পরিচিত ।তিনি বৌদ্ধ ধর্মের সাথে জীবনের মোহ কাটিয়ে ত্যাগের জীবনে সামর্পিত করেছেন।

আমি মদ খাই

সৌমেন চক্রবর্তী (আসাম)

হ্যাঁ, আমি মদ খাই।
কার কি আসে যায় ?ক্ষতি তো করি না কারো।
নেশায় মাতাল আমি বিস্কুট খাওয়াই রাস্তার কুকুরদের,
তোমার মতো ওদের গায়ে গরম জল ঢেলে দিইনা।
হ্যাঁ, আমি মদ খাই।
শুয়ে থাকি পাশ ফিরে, স্ত্রী যখন ঘুমিয়ে পড়ে
প্রেমের এক ছোট্ট চুম্বন, এঁকে দিই ওর শিয়রে।
মেতে উঠিনা রজস্বলা অনিচ্ছুক স্ত্রীর সাথে
বিকৃত যৌনতায় ভর করে।
হ্যাঁ, আমি মদ খাই।
যখন দেখি এক অভাবী পথশিশু
দিয়ে দিই ওকে যা থাকে সাথে, দিতে চাই আমার সমস্ত কিছু।
ফিরাইনা মুখ, তুলে দিইনা গাড়ীর কাঁচ
তোমার মতো।

হ্যাঁ, আমি মদ খাই।
বাজারে যখন ওজনে একটু কম দেয় বাচ্চা ছেলেটা
ভুল করে, আমি তর্ক করিনা, হেসে মেনে নিই।
ভালো লাগে ছেলেটার মুখের অকৃত্রিম হাসি,
সেটা যে অনেক দামী।
তুমি কেনো হাত তোলো ওর গায় ?
হ্যাঁ, আমি মদ খাই।
হেরে যেতে চাই প্রতি পদে, যদি তাতে সততা থাকে,
থাকে ভালোবাসার ছোঁয়া।
তুমিও হেরে দেখো, ভালো লাগবে।
ভালোবাসা নিয়ে, আমরা নাহয় হেরে গিয়ে জিতে যাবো।
যদি তাই হয়, আমি মদ ছেড়ে দেবো।

আমার ছবি

সৌভিক বিশ্বাস - কৃষ্ণনগর, নাদিয়া
ছবি - POCO M2 PRO

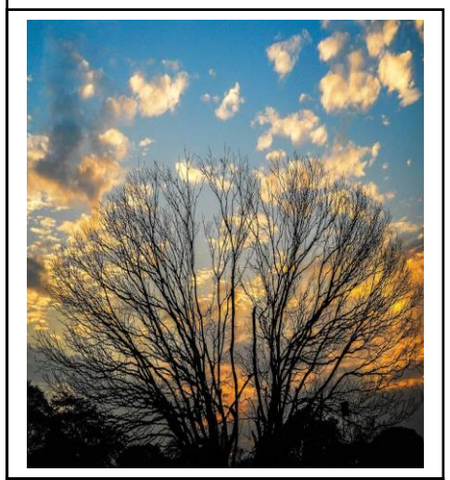

সায়নি গুহ - যাদবপুর,কলকাতা
ছবি – Redmi 3S